CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 16 February, 2023 ■ আগরতলা ১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০২৩ ইং ■ ২ ফাল্গুন ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ■ বর্ষ-৬৯ ■ সংখ্যা১২৭ ■১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ইং ■ ৪ ফাল্গুন ■ শুক্রবার ■১৪২৯ বঙ্গাব্দ

আজ গণতন্ত্রের মহারণ

বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভারতে ভোট দান সবচাইতে বড় পবিত্র অধিকার। পবিত্র ভোটাধিকারের মধ্য দিয়াই জনগণ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি রাজ্য ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলি পরিচালিত পরিবার দায়িত্ব অর্পণ করেন। উত্তর পূর্বাঞ্চলের তিন দিকে সীমান্ত ঘেরা পাহাড়ি রাজ্য ত্রিপুরায় রাত পোহাইলেই গণতন্ত্রের প্রধান উৎসব ভোটদান। ভোট দান উৎসবকে অবাধ শান্তিপূর্ণ করিবার জন্য নির্বাচন দপ্তর থেকে সব ধরনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।। ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তার মধ্য দিয়া রাজ্যের সর্বত্র ভোট গ্রহণ করা হইতেছে। ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করিয়া যাহাতে কোন ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিতে না পারে সেজন্য প্রশাসনের কর্মকর্তারা সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া চলিয়াছেন। গোটা দেশের মধ্যে ত্রিপুরার বিধানসভা নির্বাচনকে মডেল হিসাবে তুলিয়া ধরিবার উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছে নির্বাচন কমিশন। সেজন্যই নির্বাচন ঘোষণার আগেই কমিশন রাজ্য সফর করিয়া জিরো পোল ভায়োলেন্স এর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। নির্বাচন কমিশনের কথা এবং কাজে যাহাতে মিল থাকে সেজন্য জাতীয় নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক সহ সর্বস্তরের নির্বাচন কর্মীদের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। রাজ্যের আন্তর্জাতিক সীমান্ত পুরোপুরি সিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ভোট পর্ব অবাধ শান্তিপূর্ণ হইবে বলিয়াই বুধবার দৃঢ়তার সঙ্গে জানাইযয়াছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক। প্রত্যেক ভোটদাতাদের নির্ভয়ে ভোটকেন্দ্রে গিয়া তাহাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করিবার জন্য তিনি আহ্বান জানাইয়াছেন।

ভোট দান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক অধিকার। এই অধিকার সুরক্ষিত না থাকিলে গণতন্ত্র সুরক্ষিত থাকিতে পারে না। ভোট দান প্রক্রিয়া অবাধ সুষ্ঠু শান্তিপূর্ণ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ভোটদানকে কেন্দ্র করিয়া যাহাতে কোন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা সংঘটিত হইতে না পারে সেজন্য নির্বাচন কমিশন যথোপযুক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন। নির্বাচন কমিশন একটি স্বাধীন স্বতন্ত্র সংস্থা। এই সংস্থার ওপর রাষ্ট্র শক্তির কিংবা কোন রাজনৈতিক দলের হস্তক্ষেপ কোনভাবেই কাম্য নয়। গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে হ যইলে এবং রক্ষা করিতে হইলে একদিকে যেমন নির্বাচন কমিশনকে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে ,ঠিক তেমনি দেশ প্রেমিক গণতন্ত্র প্রিয় শান্তিকামি সব নাগরিককে ভোট দান পর্ব শান্তিপূর্ণ করিতে সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করা আবশ্যিক। ত্রিপুরায় অবাধ সুষ্ঠু শান্তিপূর্ণ উৎসবের মেজাজে ভোট হওয়ার গৌরবান্বিত ইতিহাস রহিয়াছে। এই ইতিহাস যাতে কোনোভাবেই কলঙ্কিত না হয় তাহা নিশ্চিত করিতে হইবে।

নির্বাচনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। এটাই স্বাভাবিক। বহুমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইলেই গণদেবতারা তাহাদের পছন্দ মত প্রার্থীকে নির্বাচিত করিতে সক্ষম হইবেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরাও তাহাদের সমর্থনে ভোট প্রচার করিবে সেটা গণতান্ত্রিক অধিকার। কিন্তু নিজেদের জয় নিশ্চিত করিবার জন্য অনাকাঙ্ক্ষিত কোন ঘটনা সংঘটিত করা কোন ভাবেই কাম্য হইতে পারে না। মঙ্গলবার সরব প্রচারের ইতি ঘটিয়াছে এবং বৃহস্পতিবার সকাল থেকে রাজ্যের ৬০ টি বিধানসভা কেন্দ্রে গণদেবতারা তাহাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করিয়া নতুন সরকার গঠনের জন্য জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করিবেন। নির্বাচন কমিশনের তরফে সর্বত্র অতন্ত্র প্রহরার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। গত কিছুদিন ধরিয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে যেসব রাজনৈতিক বিভেদ ও সংহাত চলছিল তাহার যবনিকা ঘটাইয়া দোসরা মার্চ জনতার রায় ঘোষিত হইবে। শান্তি সম্প্রীতির পরিবেশের মধ্য দিয়াই জনগণ একটি সরকার কল্যাণকামী পাইবেন। ভোট দান প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করিয়া রাজ্যের সর্বত্র শান্তি সম্প্রীতির পরিবেশ অক্ষুন্ন থাকিবে সেটাই গণতন্ত্র প্রিয় দেশপ্রেমিক জনগণের প্রত্যাশা।

শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ বিনয় কোয়াত্রার, নানা বিষয়ে বার্তালাপ উভয়ের

ঢাকা, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করলেন ভারতের বিদেশ সচিব বিনয় মোহন কোয়াত্রা। বুধবার ঢাকায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেছেন ভারতের বিদেশ সচিব বিনয় কোয়াত্রা। বিভান্ন বিষয়ে উভয়ের মধ্যে বার্তালাপ হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।দু”দিনের সফরে মঙ্গলবারই ঢাকায় পৌঁছন বিনয় মোহন কোয়াত্রা। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শুভেচ্ছা বার্তা পৌঁছে গিয়েছেন বিনয় মোহন কোয়াত্রা। এছাড়াও বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের বৃহত্তর ও গভীরতর উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক অংশীদারিত্বের কথা তুলে ধরেছেন ভারতের বিদেশ সচিব বিনয় মোহন কোয়াত্রা।

বিশ্ব বাংলা মেলা প্রাঙ্গণে শুরু আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক খাদ্য পণ্য প্রদর্শনী, উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী অনুপ্রিয়া প্যাটেল

কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : কলকাতায় বিশ্ববাংলা মেলা প্রাঙ্গণে বুধবার থেকে তিন দিনের আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক খাদ্য পণ্য প্রদর্শনী শুরু হয়েছে। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিমন্ত্রী অনুপ্রিয়া প্যাটেল।তিনি বলেন, বিভিন্ন ধরনের সামুদ্রিক খাদ্য পণ্য, প্রক্রিয়াকরণ সরঞ্জাম এখানে প্রদর্শিত হচ্ছে।অনুষ্ঠানে রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, রাজ্যের মৎস্য প্রতিমন্ত্রী বিপ্লব রায়চৌধুরী, কেন্দ্রের অতিরিক্ত সচিব রাজেশ আগরওয়াল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। বুধবার থেকে শুরু হওয়া আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক খাদ্য পণ্য প্রদর্শনী চলবে শুক্রবার পর্যন্ত।

বিশেষ আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ চৌহান সঙ্ঘের সদর দফতরে

নাগপুর, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : বুধবার সকালে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান হঠাৎ নাগপুরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সদর দফতরে পৌঁছে যান। এ সময় তিনি প্রায় ৪৫ মিনিট আলোচনা করেন সরসঙ্ঘচালক ড. মোহন ভাগবতের সঙ্গে। মধ্যপ্রদেশে বিজেপির বর্ষীয়ান নেত্রী উমা ভারতী রাজ্যের আবগারী নীতি নিয়ে নিজের সরকারের বিরুদ্ধে মোর্চা খুলেছেন। এমন পরিস্থিতিতে শিবরাজ সিংয়ের নাগপুর সফরকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হচ্ছে।মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী উমা ভারতী গত কয়েকদিন ধরে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিবৃতি দিচ্ছেন। চলতি বছরের শেষ নাগাদ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন হওয়ার কথা। উমা ভারতীর আক্রমণাত্মক মনোভাবের কারণে মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং ও বিজেপি সরকার পিছিয়ে এসেছে।

৪৩ তলা বহুতল থেকে পাথর পড়ল মাথায়, পথেই মৃত্যু দুই ব্যক্তির

মুম্বই, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : মাথায় পাথরের চাঁই পড়ে মৃত্যু হল দুই ব্যক্তির। মুম্বইয়ের ওরলির ডক্টর ই মোজেস রোডের একটি নির্মীয়মান বহুতলের সামনে ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে নির্মীয়মান বহুতলের সামনের রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করছিলেন সাধারণ মানুষ। আচমকাই ৪৩ তলা উঁচু থেকে বেশ কিছু কংক্রিটের স্ল্যাব নীচে পড়ে যায়। তা সোজা এসে পড়ে দুই ব্যক্তির মাথায়। ঘটনায় মৃত্যু হয় দু'জনের। দেহ দু'টি ময়নাতদন্তের জন্য নায়ার হাসপাতালে পাঠানো হয়।পুলিশ সূত্রে খবর, ওরলির ফোর সিজনস হোটেলের কাছে ফোর সিজনস রেসিডেন্সির নির্মাণকাজ চলছে।

বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় রং কী?

কাজী আকাশ

গোলাপের রং লাল। বাংলাদেশের জাতীয় ফুল শাপলার পাপড়ি সাদা। কদম ফুল হলুদ। পৃথিবীজুড়ে আছে এ রকম আরও লাখো ফুল। আছে কোটি কোটি রং। অনেক রঙের নামও হয়তো শুনিনি আমরা। শোনার যে খুব দরকার আছে, তা-ও নয়। কারণ, একটি রঙের সঙ্গে অন্য রং মেশালেই উৎপন্ন হয় আরও নতুন একটি রং। এ রকম নতুন নতুন রং তৈরি হচ্ছে প্রতিনিয়ত। কিন্তু এত রঙের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় রং কোনটি? এ প্রশ্নের সোজাসাপটা কোনো উত্তর নেই। আসলে মানুষের পছন্দের নির্দিষ্ট কোনো রং নেই। রং যেন একটা চলক। মানুষভেদে প্রিয় রঙের তালিকা বদলায়। চলো, আমরা একটু কয়েক বছর পেছনের পরিসংখ্যান খুঁজে দেখি পৃথিবীবাসীর প্রিয় রং কী ছিল!

২০১৫ সালে ইউগভের একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায়, নীল ছিল বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে জনপ্রিয় রং। এ দিকে ২০১৭ সালে ১০০টি দেশের ৩০ হাজার মানুষের মতামত নিয়ে জনপ্রিয় রং খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছিল দ্য ইনডিপেনডেন্ট জার্নাল। তাদের তথ্য মতে, ওই বছর মানুষের সবচেয়ে জনপ্রিয় রং ছিল গাঢ় নীল ও সবুজের সমন্বয়ে তৈরি একধরনের রং, যা মার্স গ্রিন নামে পরিচিত। এখানে একটা কথা জানিয়ে রাখি, বিশ্বব্যাপী মাত্র ৩০ হাজার মানুষের মতামত নিয়ে সবচেয়ে জনপ্রিয় রং নির্ধারণ করা যুক্তিসংগত নয়। কিন্তু ১০০টি দেশের ওই তথ্যকেও একদম ফেলে দেওয়া যায় না।

আরও একটা বিষয় জেনে রাখা জরুরি। মানুষ তাঁর প্রিয় রংটি বাছাই করেন কীভাবে? সবুজ যাঁর প্রিয় রং, তাঁর প্রিয় রং কেন সবুজ হলো? কোনো পারিপার্শ্বিক বিষয়ের কারণেই কি তাঁর প্রিয় রং সবুজ? ব্যাপারটা অনেকটা সে রকমই। রং পছন্দের ব্যাপারটি সংস্কৃতি দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত। ২০১৯ সালে প্রিসিপশন নামের একটি জার্নাল একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করে। পোলিশ, পাপুয়ান ও হাদজা জনগোষ্ঠীর মানুষের প্রিয় রং খোঁজার চেষ্টা করে তারা (হাদজা জনগোষ্ঠী তানজানিয়াতে বাস করে। তারা এখনো শিকার করে জীবন যাপন করে)। ওই জার্নালের মতে, এই তিন জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি ভিন্ন। ফলে তাদের রং বাছাইয়ের প্রক্রিয়াও আলাদা। তারা সাধারণত জীবনের অভিজ্ঞতা ও সামাজিকীকরণের ওপর ভিত্তি করে রং বাছাই করে। যেমন আধুনিক পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে ছেলেদের রং বলতে বোঝায় নীল ও মেয়েদের গোলাপি। এর অবশ্য একটা কারণ আছে।

২০১৩ সালে আর্কাইভস অব সেক্সুয়াল বিহেভিয়েররের একটি গবেষণা জানায়, যুক্তরাষ্ট্রের ৭৪৯ জন মাতা---পিতার ওপর একটি জরিপ চালিয়েছে তারা। যেখানে বেশির ভাগ ছেলেদের পছন্দের রং নীল এবং মেয়েদের পছন্দ লাল, বেগুনি ও গোলাপি। পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ওই দেশের মানুষের পছন্দের ওপরও দারুণভাবে প্রভাব ফেলেছে। যাঁদের পরিবারে শুধু একজন ছেলে বা একজন মেয়ে, সেই পরিবারে এই বিষয়ে প্রভাব ফেলেছে আরও বেশি। পরিবারে একসঙ্গে ছেলে ও মেয়ে না থাকায় তাঁরা সব সময় একটা রঙের ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। সর্বোপরি বলা যায়, বিশ্বব্যাপী নির্দিষ্ট কোনো জনপ্রিয় রং নেই। দেশ, সংস্কৃতি, জীবনযাত্রা ও মানুষভেদে রঙের জনপ্রিয়তা বদলায়। তবে ঘুরেফিরে বেশির ভাগ মানুষেরই মৌলিক তিনটি রংই পছন্দের। এগুলো হলোনীল, লাল ও সবুজ। এবার চলো, ২০২২ সালের সেরা ১০টি জনপ্রিয় রং একনজরে দেখা যাক। সেরা ১০---এর তালিকাটি আমার নিজের তৈরি নয়। স্পেলি ডটকম অবলম্বনে লেখা হয়েছে নিচের সেরা ১০ রঙের তথ্য। বিভিন্ন ওয়েবসাইট ঘেঁটে দেখেছি, এগুলোই আছে সেরা ১০—এ। তবে রঙের সিরিয়াল বা নাম্বারিংয়ে আছে পরিবর্তন।

১. নীল-সাধারণত নীলকে বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে জনপ্রিয় রং হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সবজান্তা গুগল মামার মতেও, বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে জনপ্রিয় রং নীল। এর একটি কারণও আছে। মাথার ওপর আকাশের রং নীল, সমুদ্রের রংও নীল। তাহলে নীলকে পছন্দ না করে আর উপায় আছে! নীল রঙের কাছাকাছি আরও আছে নেভি ব্লু (অন্যতম গাঢ় রং), স্কাই ব্লু (অন্যতম হালকা রং)।২. কালো-সবচেয়ে গাঢ় রং কালো। বিশ্বব্যাপী অনেক মানুষের প্রিয় রং এটি। এটি সব রঙের মিশ্রণ। আমাদের নিজেদের ছায়ার রংও কালো। সাদা ও ধূসর রঙের মতো কালোও রংহীন। স্পেলির মতে, ২০২২ সালে বিশ্বব্যাপী দ্বিতীয় সেরা রং কালো। ৩. লাল-লাল মানেই আবেগ ও ভালোবাসা। প্রায়ই প্রিয়জনদের দেওয়া হয় লাল গোলাপ। তবে লাল কিন্তু বিপদেরও প্রতীক। এই রং একই সঙ্গে যেকোনো মানুষকে আকর্ষণ ও বিভ্রান্ত করতে পারে। লাল ভয়ংকর ও ভালোবাসার প্রতীক। বিশ্বব্যাপী মানুষের পছন্দের তালিকায় এটি রয়েছে তৃতীয় স্থানে। ৪. গোলাপি- বেশির ভাগ নারী সাধারণত গোলাপি রং পছন্দ করেন। তবে রংটি নিঃসন্দেহে চিত্তাকর্ষক। যেকোনো মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে। বলা হয়ে থাকে, যাঁদের প্রিয় রং গোলাপি, তাঁরা অন্যের প্রতি সদয় ও উদার হন। গাঢ় নীল ও সবুজের সমন্বয়ে তৈরি একধরনের রং, যা মার্স গ্রিন নামে পরিচিত- ৫. সবুজ-প্রকৃতির রং সবুজ। সাধারণত ভারসাম্যপূর্ণ মানুষদের প্রিয় রং এটি। এই রং দ্রুত চোখকে আকৃষ্ট করে। সবুজ রং আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রশান্তি দেয়। আত্মসম্মান ও কল্যাণেরও প্রতীক সবুজ।- ৬. ধূসর-ধূসর নিরপেক্ষ, ভারসাম্যপূর্ণ ও একটি আবেগহীন রং। রংটি সাদা ও কালোর মাঝামাঝি। এই রঙের কাছাকাছি আরও প্রায় ৫০টি রং আছে। ৭. কমলা- কমলা একটি প্রাণবন্ত রং। অনেকে বলেন, যাঁদের প্রিয় রং কমলা, তাঁদের ধনী হওয়ার সম্ভাবনা আছে (বাস্তবে অবশ্য এ কথার কোনো ভিত্তি নেই)। ২০২২ সালে সেরা সাতে ছিল কমলা রং। ৮. সাদা-সাদাকে অনেকেই নতুন ও রহস্যময় মনে করেন। এই রঙের মাধ্যমে বিশুদ্ধতা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। সাদা রং প্রায় সবকিছুর সঙ্গে মেলে। সূর্য থেকে আসা একমাত্র রং সাদা। এটাই পরে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ঢুকে বিভিন্ন রঙে পরিবর্তিত হয়। ৯. হলুদ- হলুদও একটি উজ্জ্বল রং। প্রতিটি মানুষের জীবনে হলুদ রঙের যথেষ্ট তাৎপর্য আছে। কীভাবে? কারণ, সূর্যের আলোর রং হলুদ (যদিও সূর্যের আলো সাদা। কিন্তু পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে সূর্যের আলো বিচ্ছুরণের কারণে আমাদের চোখে হলুদ দেখায়)। তুমি হয়তো খেয়াল করেছো, স্মাইলি ইমোজির রংও হলুদ। লাল ও হলুদ রং মেশালে পাওয়া যায় কমলা রং। আবার হলুদের সঙ্গে নীল রং মেশালে পাওয়া যায় সবুজ। ১০. বাদামি- বাদামি রং গাঢ় হলেও প্রাণবন্ত নয়। লাল, কালো ও হলুদের রঙের মিশ্রণে বাদামি রং উৎপন্ন হয়। এই রঙের কাছাকাছি আরও অনেক রং আছে। ২০২২ সালের সেরা রঙের তালিকায় বাদামি ছিল ১০ নম্বরে।

ভয়ের পেছনের কথা

উচ্ছ্বাস তৌসিফ

অজানাকে মানুষের বড় ভয়। এই ভয়ের পেছনে আছে অনিশ্চয়তা। সে জন্যই অন্ধকারকে মানুষ যুগ যুগ ধরে ভয় পেয়ে আসছে। কবরস্থান বা শ্মশানের পাশ দিয়ে দিনের বেলায় হাঁটতে কিন্তু অত ভয় করে না কারও। রাতদুপুরে আবার অতি সাহসীরও হাঁটু কেঁপে যায় ওই রকম জায়গা দিয়ে হেঁটে যেতে।

অজানা ও অনিশ্চয়তাকে ভয় পাওয়ার এ রহস্যের বীজ আছে মানুষের জিনে। জিন মানে জেনেটিক কোড। ডিএনএতে লেখা যে জৈব কোড কাজ করে জীবনের নীলনকশা হিসেবে। সেই জিনে লেখা আছে, অজানাকে ভয় পাওয়ার কথা। অনিশ্চয়তা ও অন্ধকারকে ভয় পাওয়ার কথা। কারণ, সতর্ক করে তোলা। প্রাচীনকালে গুহাবাসী মানুষের অন্ধকারে সতর্ক থাকা প্রয়োজন ছিল। বিপদ ওত পেতে থাকতে পারে যেকোনোখানে। অজানা পরিবেশে, অজানা যেকোনো কিছুর ব্যাপারে বা অন্ধকারে অনিশ্চয়তার মধ্যে তাই সতর্ক থাকা দরকার, যাতে প্রস্তুত থাকা যায়। হুট করে কোনো বিপদে পড়তে না হয়। এই ভয় আমাদের ডিএনএতে রয়ে গেছে আজও। আমরা তাই ভয় পাই, ভয় পেতে চাই। ভয় পাওয়াটা সত্যি না হলে উপভোগও করি। সে জন্যই মানুষ ভূতের গল্প পড়ে, মুভি দেখে।

প্রশ্ন হলো, আসলেই কি ভূত আছে? হাজার বছরের পুরোনো এ প্রশ্ন। বিজ্ঞানের চোখে ভূতের অস্তিত্ব নেই। কারণ, এ রকম কোনো প্রমাণ আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। ভূত যদি না থাকে, ভূতে ধরার এত অভিজ্ঞতার গল্প আসে কোত্থেকে? এ রকম কিছু অভিজ্ঞতা বা ঘটনার দিকে তাকানো যাক।

যেমন বোবায় ধরা। মানে, ঘুমের ভেতর কেউ চেপে ধরে আছে মনে হওয়া। নড়াচড়া করতে না পারা। এই ঘটনার বৈজ্ঞানিক নাম 'স্লিপ প্যারালাইসিস'। ঘুমের পাঁচটি পর্যায় আছে। প্রথম দিকে মানুষের ঘুম হালকা থাকে, ধীরে ধীরে গাঢ় হয়। সবচেয়ে গভীর ঘুমের পর্যায়টির নাম 'রেম স্লিপ'। এ সময় মানুষের চোখের পাতা কাঁপে, মানুষ স্বপ্ন দেখে। শরীর গভীর ঘুমের এ রকম একটি পর্যায় থেকে আরেকটি পর্যায়ে যাওয়ার সময় স্লিপ প্যারালাইসিস হতে পারে। আরও কিছু সাধারণ অভিজ্ঞতা আছে। গলার স্বর শোনা বা চোখের কোনা দিয়ে নড়াচড়া দেখতে পাওয়া। এর নাম অডিটরি হ্যালুসিনেশন। কেউ কেউ আবার বিচিত্র গন্ধও পান। হুমায়ূন আহমেদের দেবী বইটা কি পড়েছ তোমরা? সে বইয়ে রাণু চরিত্রটি বেলি ফুলের গন্ধ পায়। এর নাম অলফ্যাক্টরি হ্যালুসিনেশন। রাণুর অবশ্য অডিটরি হ্যালুসিনেশনও হয়। সে কারও হাঁটার শব্দ পায়। দেখতে পায় এমন কাউকে, যে সেখানে নেই।

হ্যালুসিনেশন মানে, যা আসলে নেই, তা আছে বলে মনে হওয়া। এ ধরনের হ্যালুসিনেশন দুই কারণে হতে পারে। এক. মনের ভুল। আর দুই. মানসিক রোগ। বিচিত্র গন্ধ পাওয়ার রোগকে বলা হয় ফ্যান্টোসমিয়া। আবার স্কিৎজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত রোগীর অডিটরি হ্যালুসিনেশন হতে পারে। তাই বলে তোমাদের যদি কখনো এ রকম অদ্ভুত কিছু দেখা, শোনা বা ঘ্রাণ পাওয়ার অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে, তাহলে নিজেকে এখনই মানসিকভাবে অসুস্থ বলে ঘোষণা করে দিয়ো না। কারণ, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এমনটা হয় মনের ভুলের কারণে।

মানুষের কল্পনাশক্তি বেশ প্রখর। আর আমাদের মস্তিষ্ক যেকোনো কিছুতে প্যাটার্ন খুঁজে পেতে চায়। তোমরা কি জানো, এ বছর পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার কেন দেওয়া হয়েছে? জটিল ও এলোমেলো বিভিন্ন পদার্থ এবং ঘটনার ভেতরের সুপ্ত প্যাটার্ন আবিষ্কারের জন্য। পৃথিবীর জলবায়ু কী জটিল একটা ঘটনা! এলোমেলোভাবে মেঘের বিচরণ, বাতাস, বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন পদার্থ, গ্রিনহাউস গ্যাস, নাইট্রোজেন চক্র, অক্সিজেন চক্রএ রকম নানা জিনিস। এত সব জিনিসের প্রতিটির আচরণের ভেতরে প্যাটার্ন খুঁজে বের করেছেন এবারের নোবেলজয়ী দুজন বিজ্ঞানী, স্যুকুরো মানাবে আর ক্লাউস হেসেলম্যান। আর জর্জিও পারিসি জটিল পদার্থের গঠনের ভেতরে সুপ্ত প্যাটার্ন খুঁজে বের করেছেন। এমনকি পাখির ঝাঁকের প্যাটার্নও তাঁর গবেষণার ওপর ভিত্তি করে ব্যাখ্যা করা যায়।

এত সব বলার অর্থ, আমাদের মস্তিষ্ক প্যাটার্নের খোঁজে হন্যে হয়ে থাকে। কোনো প্যাটার্ন নেই, এমন কিছু তার পছন্দ নয়। সে জন্যই আমরা মেঘের ভেতর হাতি-ঘোড়া দেখতে পাই। মশারির কোরা কুঁচকে থাকলে মনে হয়, ওখানে কেউ আছে। এটা আর কিছুই নয়, মস্তিষ্কের প্যাটার্ন খোঁজার প্রবণতা। এর নাম পেরিওডোলিয়া। এর সঙ্গে যখন অন্ধকার ও অজানার ভয় যোগ হয়, তখন মনে হয়, ওই যে অন্ধকারে কেউ আছে। এদিকেই তাকিয়ে আছে। কিছু হয়তো করবে সে আমাকে।

অজানাকে ভয় পাওয়ার কারণ কী, আগেই বলেছি, অনিশ্চয়তা। তার মানে, ভূতকে আসলে মানুষ ভয় পায় না। ভয় পায়, সে কে, কী করতে পারে, এসব ভেবে।

একটা সহজ জিনিস ভাবো তো। তোমার রুমে বাতি জ্বলছে। ভরদুপুর। এই ঘরে যদি কোনো ভূত লুকিয়ে থাকেও, সে কথা ভেবে তুমি কি ভয় পাবে? উঁহু, পাবে না। কারণ, আলো আছে। হুট করে কেউ পেছন থেকে এসে তোমাকে ছুঁয়ে দেবে না বা ঘাড়ে টোকা দেবে না। এবার বাতিটা নিভিয়ে দাও। একটু আগে যেমন তুমি ভয় পাওনি, এখনো আসলে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কথায় আছে, বনের বাঘে খায় না, মনের বাঘে খায়। তুমি যদি মনের বাঘকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারো, তাহলে তোমার ভয় পাওয়ার কিচ্ছু নেই!

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সত্য মৃত্যু। জন্মের পর থেকে একজীবনে কত মানুষের মৃত্যুর খবর নিয়মিত শুনি বা পড়ি আমরা, তার হিসাব নেই। তবে কি একজন মানুষের মৃত্যু দুঃখের বিষয়, কিন্তু অনেক মানুষের মৃত্যু পরিসংখ্যান। সে জন্যই আপনজন মারা গেলে আমরা প্রচণ্ড কষ্ট পাই। কিন্তু মাইকে যখন কারও মৃত্যুর সংবাদ শুনি বা পত্রিকার পাতায় পড়ি, তখন আমরা সে পরিমাণ কষ্ট পাই না। কিন্তু সবচেয়ে বড় যে কথা, মৃত্যুর কথা শুনে আমরা ভয় পাই না। তুমি যদি সৎ মানুষ হও, কারও ক্ষতি না করো, তোমার মা---বাবা ও প্রিয়জনদের ভালোবাসো, তাহলে মৃত্যুকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আর মৃত্যুকে যদি ভয় না পাও, তাহলে ভূত আছে ভেবে ভয় পাওয়ার কোনো মানে হয়, বলো?

> এখন আবার বিজ্ঞানের চোখে একটা বিষয় তলিয়ে দেখা যাক। এত যে ভৌতিক অভিজ্ঞতা মানুষের মুখে মুখে শোনা যায়, এর সবই কি তাহলে মিথ্যা? আসলে ভয় পাওয়াটা মিথ্যা নয়। পৃথিবীতে ভূত নেই, কিন্তু ভূতের ভয় আছে। মুহম্মদ জাফর ইকবাল তাঁর ভূত সমগ্র বইয়ে এ নিয়ে লিখেছিলেন, 'পৃথিবীতে ভূত নেই, কিন্তু ভূতের গল্প আছে।

এখন আবার বিজ্ঞানের চোখে একটা বিষয় তলিয়ে দেখা যাক। এত যে ভৌতিক অভিজ্ঞতা মানুষের মুখে মুখে শোনা যায়, এর সবই কি তাহলে মিথ্যা? আসলে ভয় পাওয়াটা মিথ্যা নয়। পৃথিবীতে ভূত নেই, কিন্তু ভূতের ভয় আছে। মুহম্মদ জাফর ইকবাল তাঁর ভূত সমগ্র বইয়ে এ নিয়ে লিখেছিলেন, 'পৃথিবীতে ভূত নেই, কিন্তু ভূতের গল্প আছে।' কারণ, মানুষ ভয় পায়। দুর্বল মানসিক অবস্থায় ভয় পেলে মানুষের যে অভিজ্ঞতা হয়, তা অমানবিক। কারণ, ভূত না থাকলেও ভয়টা সত্যি।

আসলে পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত ভূত বা এ ধরনের অতিলৌকিক কোনো ঘটনার শক্ত কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সুস্থ মস্তিষ্কের একাধিক মানুষের এ ধরনের অভিজ্ঞতা একই সঙ্গে হতে দেখা যায় না। এ ধরনের অভিজ্ঞতার গল্প সাধারণত আসে 'অমুক বলেছেন বা তমুকের কাছ থেকে শোনা' হিসেবে। যাঁরা দেখার কথা বলেন, তাঁরা অন্ধকারে বা একা, এমন মানসিকভাবে বিপন্ন অবস্থায় থাকেন যে হ্যালুসিনেশন হওয়া স্বাভাবিক। দিনদুপুরে কয়েকজন সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষ একসঙ্গে এ ধরনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছেন, এমনটা সাধারণত হয় না। তবে অনেক সময় দেখা যায়, একজন মানুষ কিছু দেখতে পেয়েছে বললে বাকিরাও দেখে, গন্ধ পেয়েছে বললে বাকিরাও পায়। এর নাম ম্যাস হ্যালুসিনেশন। বিভিন্ন ধরনের সাজেশন (কেউ কিছু দেখেছে বা শুনেছে বললে) এবং পেরিওডোলিয়া মিলে এমনটা হয়। এটাকে বলে 'ইনডিউসড হ্যালুসিনেশন' হওয়া। মানে, পরিবেশ-পরিস্থিতি ও মানসিক দুর্বলতার কারণে কেউ যখন ভৌতিক কিছু দেখা বা শোনার কথা বলে, বাকিরাও তখন সেটা অনুভব করে। তবে দিনদুপুরে সাধারণত এ রকম হয় না। কারণ, পরিবেশে অনিশ্চয়তার বিষয়টা থাকে না। সাধারণত দু-তিনজনের দল রাতদুপুরে নির্জন কোথাও এ রকম অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে পারে।

একটা মজার বিষয় হলো, যাঁরা আগে থেকেই ভূতে ভয় পান (গল্প বা ভৌতিক অভিজ্ঞতা শুনে শুনে), তাঁরাই সাধারণত ভৌতিক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হন। যাঁরা এমনিতে ভয় পান না, তাঁদের সাধারণত এমন অভিজ্ঞতা হয়ও না। এর কারণ, ভয় পাওয়ার (পড়ো, হ্যালুসিনেশন হওয়ার) জন্য প্রয়োজনীয় মানসিক দুর্বলতা তাঁদের মধ্যে থাকে না। ভূতের ভয়ই না শুধু, যেকোনো কারণে মন দুর্বল থাকলে এমনটা হতে পারে। এ কারণেই মাদকদ্রব্য নিলে মানুষের হ্যালুসিনেশন হয়। (মাদকদ্রব্য নেওয়া কখনোই উচিত নয়। মিথ্যা আর মাদকদুটিকে না বলা আবশ্যক।)

আজ পর্যন্ত যত ধরনের ভৌতিক অভিজ্ঞতার খোঁজ বিজ্ঞানীরা পেয়েছেন, প্রতিটিই হয় মনের ভুলে বা কোনো রোগের কারণে হওয়া হ্যালুসিনেশন, কিংবা কেউ জেনেবুঝে এমন করেছে মানুষকে ভয় দেখানোর জন্য। সত্যি সত্যি ভৌতিক অভিজ্ঞতার প্রমাণ পাওয়া গেলে বিজ্ঞান হয়তো এসব নিয়ে নতুন করে ভাববে।

ভূত নেই বলে যে ভূতের ভয় নেই, তা কিন্তু নয়। কেউ যদি অনেক ভয় পায়, তার উচিত ভালো মনোরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া। কারণ, ভয়টা সত্যি। এই ভয় একজন মানুষকে মানসিকভাবে পঙ্গু করে ফেলতে পারে। তোমাদের কারও যদি অনেক ভয় লাগে, অবশ্যই মা-বাবাকে জানাবে এবং প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ নেবে। তবে ভূতে ভয় না পেলে বা ভয় পাওয়ার পুরো বিষয়টি যে অর্থহীন, এটা বুঝলে ইচ্ছেমতো ভূতের গল্প পড়তে পারো বা মুভি দেখতে পারো। ভূত না থাকলে কী হবে, ভৌতিক মুভি বা গল্পের মতো উপভোগ্য জিনিস কিন্তু পৃথিবীতে খুব বেশি নেই!

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 16 February, 2023 ■ আগরতলা ১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০২৩ইং ■ ২ ফাল্গুন ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ পৃষ্ঠা তিন

ভোটকর্মীরা কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে পৌঁছেন। বুধবার উমাকান্ত একাডেমি প্রাঙ্গনে তোলা নিজস্ব ছবি।

আজ ২৫৯ প্রার্থীর ভাগ্য পরীক্ষা, ভোট নির্বিঘ্নে করতে কমিশনের জোর পদক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারী।। আগামীকাল বৃহস্পতিবার, ১৬ ফেব্রুয়ারি ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচন। ভাগ্য পরীক্ষা ২৫৯ জন প্রার্থীর। নির্বাচন কমিশনের তরফে কঠোর পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে নির্বাচন নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করার জন্য। তাই আজ বুধবার দুপুর থেকে ইভিএম, ভিভি প্যাট ইত্যাদি সরঞ্জাম নিয়ে নিজের নিজের ভোটকেন্দ্রের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছেন প্রায় ২০ হাজার ভোটকর্মী। প্রস্তুতি পরিদর্শন করতে রাজ্য মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) কিরণ গিত্যে আজ রাজধানী শহরে উমাকান্ত স্কুল পরিদর্শন করেছেন। এখানেই কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে ইভিএম মেশিন রাখা হবে।

এখানে সিইও গিত্যে জানান, সেন্ট্রাল আর্মস ফোর্সের (সিএপিএফ) ২৬১টি কোম্পানি ছাড়াও উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় পাঁচটি রাজ্য, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, পঞ্জাব, গুজরাট এবং মহারাষ্ট্র সহ ১৬টি রাজ্য থেকে স্টেট আর্মস পুলিশ (এসএপি)-এর ১৩৯টি কোম্পানি নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু করার জন্য মোতায়েন করা হয়েছে। এছাড়া আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সংশ্লিষ্ট এলাকায় পাঠানো হয়েছে বিপুল সংখ্যক ত্রিপুরা পুলিশ এবং ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস (টিএসআর)-এর জওয়ান।

তিনি জানান, আগামীকাল অনুষ্ঠেয় ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনের জন্য আজ ৩,৩৩৭টি ভোট কেন্দ্রের জন্য নিরাপত্তা সহ সমস্ত ভোটগ্রহণ কর্মী উমাকান্ত স্কুল চত্বর থেকে রওয়ানা হয়েছেন। একটা সময় ছিল, যখন ভোটকর্মীদের ভোট কেন্দ্রে পৌঁছতে দুই থেকে তিন দিন সময় লাগত, সেখানে আজ ভোটকেন্দ্রে পৌঁছতে সময় লাগে মাত্র এক দিন। সমস্ত ভোটকেন্দ্রে দিব্যাঙ্গ, বিদ্যুৎ এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শহরগুলিতে ফ্লাড লাইটিং, টয়লেট এবং অন্যান্য সুবিধা স্থাপন করা হয়েছে, বলেন গিত্যে। তিনি বলেন, বয়স্ক ভোটার ও দিব্যাঙ্গ ভোটারদের জন্য আলাদা লাইনের ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে তাঁদের অপেক্ষা করতে না হয়।

মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক বলেন, 'আমরা ইতিমধ্যে ভোটকর্মীদের বিভিন্ন ধরনের ফর্ম, ইভিএম এবং যাতায়াতের জন্য পর্যাপ্ত গাড়ির ব্যবস্থা করেছি। আমরা যেভাবে জিরো ভায়োলেন্সের দিকে একধাপ এগিয়েছি ঠিক সেভাবেই জিরো রি-পোলের দিকেও এক ধাপ এগিয়েছি। ভোটকর্মীদের সমস্ত প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।'

তাঁর দাবি, 'গত দেড় মাস ধরে সিএপিএফ, রাজ্য পুলিশ এবং টিএসআর শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে সার্বক্ষণিক কাজ করছে। বিগত দিনের নির্বাচনে আমরা সহিংসতা দেখেছি। তবে এবারের নির্বাচনে সহিংসতা প্রায় ৩০ শতাংশ কমেছে। আমি বিশ্বাস করি, আজ রাতে কোনও সহিংসতা হবে না।' গিত্যে বলেন, অপ্রত্যাশিতভাবে কোনও পাহাড়ি এলাকায় সংহিসতার ঘটনা সংগঠিত হলে, আহতদের উদ্ধার করতে তাঁরা এয়ার অ্যাম্বুলেন্সেরও ব্যবস্থা রেখেছেন।

নির্বাচনী প্রস্তুতি খতিয়ে দেখলেন রাজ্য মুখ্য নির্বাচনী আধিকারীক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারী।। রাত পোহালেই ত্রিপুরায় বিধানসভা নির্বাচনের ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু হবে। বুধবার আগরতলা উমাকান্ত স্কুল চত্বরে সমস্ত নির্বাচনী প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে পরিদর্শনে গিয়েছেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনের মুখ্য আধিকারিক কিরণ গিত্যে।

পরবর্তী সময়ে সাংবাদিকের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, জিরো ভায়োলেন্স নির্বাচন সংঘটিত করতে সংকল্প বদ্ধ নির্বাচন কমিশন। অবাধ সুষ্ঠ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করতে মনিটরিং টিম দ্বারা সমস্ত ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা হয়েছে। বুধবার সকালে থেকেই দায়িত্বপ্রাপ্ত ভোট কর্মীরা ভোট সামগ্রী নিয়ে যার যার ভোট কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন জানিয়েছেন তিনি।

আরো বলেন ,পোলিং স্থানে দিবাঙ্গন এবং বয়স্ক মানুষের জন্য রেলিং এর সুবিধা রয়েছে।কর্মী দের জন্য পাশাপাশি ভোটারদের জন্য পানীয় জলের সুবিধা রয়েছে বলেন তিনি।ভোট গ্রহণ সম্পূর্ন হতে যদি বিলম্ব হয় সে জন্য বিশেষ বিদুতের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং ভোট কেন্দ্রে শিচালয়ের ব্যবস্থা জোড়া হয়েছে বলে জানান তিনি।

সাথে আরো বলেন ,মহিলা পরিচালিত পোলিং স্থান ৯৭টি হবে পাশাপাশি কিছু পোলিং স্থান আসে যে গলি দিবাঙ্গন দ্বারা পরিচালিত হবে। ভোটকে কেন্দ্র করে যদি কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে তার জন্য আগরতলা এম বি বি বিমান বন্দরে একটি এয়ার এম্বুলেন্স থাকবে।

তিনি এদিন জনগনের কাছে ভোট কেন্দ্রে ভোট দিতে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। আগামীকাল দিনভর কোনো ধরনের হিংসাত্বক ঘটনা ঘটবে না বলে আশা ব্যক্ত করে বলেন নির্বাচন কমিশনের মুখ্য আধিকারিক।তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ের সুরে বলেন,আগামীকাল নির্বাচনে জনগনের ১০০ ভাগ ভোট পরবে।

ত্রিপুরা বাংলাদেশ সীমান্ত সীল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ফেব্রুয়ারী।। বিধানসভা নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত করতে রাজ্যের আন্তর্জাতিক সীমান্তে অভূতপূর্ব নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যেকোনো ধরনের অনুপ্রবেশ রোধে প্রস্তুত রয়েছে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর জোয়ানরা।রাত পোহালেই ত্রিপুরা বিধানসভার ৬০ আসনে ভোটগ্রহণ। ভোট গ্রহণের প্রস্তুতি চূড়ান্ত। ভোট কর্মীরা ভোট সামগ্রী নিয়ে নিজ নিজ ভোটকেন্দ্রের উদ্দেশ্যে সকাল থেকেই রওনা হয়ে গেছেন। রাজ্যের সর্বত্র ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে।

গোটা রাজ্যকে নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে ফেলা হয়েছে। ত্রিপুরার আন্তর্জাতিক সীমান্তেও কঠোর নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে। সীমান্তরকি বাহিনীর জোয়ানরা সীমান্ত এলাকায় বিরামহীন টহল দিচ্ছেন। কাঁটাতারের বেড়া টপকে যাতে কেউ অনুপ্রবেশ করতে না পারে সেদিকে তীক্ষ্ণ নজরদারি বজায় রাখা হচ্ছে। সীমান্ত পাহাড়ার দায়িত্বে থাকা বিএসএফের এক আধিকারিক জানিয়েছেন সীমান্তে কোন ধরনের অঘটন ঘটতে দেওয়া হবে না। যেকোনো ধরনের অনুপ্রবেশ প্রতিরোধে বিএসএফের জোয়ানরা সতর্ক রয়েছে। প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের সীমান্ত রক্ষী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাশকতার আগুনে পুড়লো ১৫০ কানি রাবার বাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারী।। আগুনে পুড়ে ছাই ১২ জন মালিকের রাবার বাগান। ধারনা করা হচ্ছে, নাশকতার আগুনে পুড়ে ছাই রাবার বাগান।বুধবার গভীর রাতে খয়েরপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত রানীবাজার থানাধীন তুলাকোনা এবং ভূমিহীন কলোনি ধুপছড়া এলাকায় ১৫০ কানি রাবার বাগান আগুনে পুড়ে ছাই হয়েছে।ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ২কোটি টাকা হবে বলে জানান রাবার বাগানের মালিকরা।

রাবার বাগানের জৈনিক মালিক জানিয়েছেন, আজ সকালে ১২ জন মালিক যার যার রাবার বাগানে এসে দেখতে পায় আগুন লাগার দৃশ্য।তাঁদের চেঁচামেচিতে এলাকার সানীয়রা জড়ো হয়। খবর দেওয়া হয় দমকল বাহিনীকে।সাথে সাথে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে দমকল কর্মীরা। প্রতিবেশী সহ দমকলবাহিনীর দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।কিন্তু ততক্ষনে রাবার বাগান আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।তিনি আরো জানিয়েছেন ,১৫০ কানি রাবার বাগান আগুনে পুড়ে ছাই হয়েছে।অগ্নিকান্ডে ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ২কোটি টাকা হবে বলে জানান তিনি। ধারণা করা হচ্ছে, নাশকতার আগুনে পুড়েছে রাবার বাগানটি।কিন্তু এ বিষয়ে রাবার মালিকরা নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারেননি।

মাতাবাড়িতে পূজো দিলেন তিপ্রা মথা সুপ্রিমো প্রদ্যোত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ফেব্রুয়ারী।। প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মণ বুধবার ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে পুজো দিলেন। মায়ের কাছে পুজো দিয়ে রাজ্য ও রাজ্যবাসীর শোক সমৃদ্ধি কামনা করেছেন প্রদ্যুৎ কিশোর। নির্বাচনে সরব প্রচার শেষ হওয়ার পর বুধবার প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মণ ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে পুজো দিলেন। ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে প্রত্যুৎ কিশোর দেব বর্মনের আগমন ঘিরে ব্যাপক অংশের উপজাতি জনগণের উপস্থিতিও পরিলক্ষিত হয়েছে।

এদিন ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরের প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের উপস্থিতির আগাম সংবাদে পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থাও ছিল। পুজো দিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন বলেন তিনি কোন রাজনৈতিক কর্মকান্ডে এখানে আসেননি। গত কিছুদিন ধরেই তিনি অসুস্থ ছিলেন। সেই সময় স্বপ্নে মায়ের দর্শন পেয়েছেন এবং মাতা বন্দি মাতাবাড়ি মন্দিরে এসে পুজো দিতে বলেছিলেন। সেজন্যই আজ তিনি মাকে দর্শন করতে ও পুজো দিতে ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির এসেছেন।

এদিন সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন বলেন তিনি রাজনীতি থেকে সন্ন্যাস নেওয়ার কথা বলেননি। প্রচার চলাকালে তিনি বলেছিলেন সরব প্রচারের শেষ লগ্নে এটাই তার নির্বাচন উপলক্ষে শেষ সভা সমাবেশ ও রেলি। তার বক্তব্যকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শালবাগানে আর্মি ক্যাম্পে বিদ্যুতের কাজ করতে গিয়ে মৃত্যু এক ব্যক্তির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ফেব্রুয়ারী।। শালবাগান এলাকায় আর্মি ক্যাম্পের ভিতরে ঠিকাদারের অধীনে বৈদ্যুতিক লাইন সরাইয়ের কাজ করতে গিয়ে সিঁড়ি থেকে নিচে পড়ে গিয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে এক বিদ্যুৎ কর্মীর। বুধবার শাল বাগান এলাকায় আর্মি ক্যাম্পের মধ্যে বৈদ্যুতিক লাইন সারাই করতে গিয়ে সিঁড়ি থেকে নিচে পড়ে মৃত্যু হয় সুভাষ মন্ডল নামে ৬৫ বছরের এক ব্যক্তির।

জানা যায় দুর্জয় নগর এলাকার বাসিন্দা সুভাষ মন্ডল দীর্ঘদিন যাবত এক ঠিকাদারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ লাইন সারাইয়ের কাজ করতেন। বুধবার আর্মি ক্যাম্পের মধ্যে বিদ্যুৎ লাইনের কাজ করতে গিয়ে বাঁশের সিঁড়ি থেকে হঠাৎ করে নিচে পড়ে যান।

সেখানে কর্মরত আর্মির জোয়ানরা বিষয়টি দেখতে পেয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় সুভাষ মন্ডলকে উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে নিয়ে আসে চিকিৎসার জন্য। কিন্তু সেখানে কর্মরত চিকিৎসকরা পরীক্ষা নিরীক্ষার পর সুভাষ মন্ডলকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার পর মৃত ব্যক্তির পরিবারের লোকজন হাসপাতালে ছুটে এসে সুভাষ মন্ডলের মৃতদেহটি দেখতে পেয়ে হাসপাতালে কান্নায় ভেঙে পড়েন। ঠিকাদারের অধীনে কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুৎ কর্মীর মৃত্যুর সংবাদে গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

খোয়াই মহকুমায় বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ রোধে কঠোর ব্যবস্থা নিল নির্বাচন কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ফেব্রুয়ারী।। খোয়াই মহকুমা শাসক কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে খোয়াই আশারাম বাড়ি এবং রামচন্দ্র ঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের রিটার্নিং অফিসাররা সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে বহিরাগতদের আনাগোনা সংক্রান্ত বিষয়ে সকলকে সতর্ক করেছেন।

খোয়াই মহকুমার তিনটি বিধানসভা কেন্দ্রের তিনজন রিটার্নিং অফিসার যৌথভাবে সাংবাদিক সম্মেলন করেন। এই সাংবাদিক সম্মেলনটি খোয়াই মহকুমা শাসক কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়। এদিন এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচনী আধিকারিক বিজয় সিনহা , আশারামবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচনী আধিকারিক এবং রামচন্দ্রঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচনী আধিকারিক। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে নির্বাচনী আচরণ বিধির ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আবগারি দপ্তরের অভিযানে বিস্তর পরিমানে নেশা সামগ্রী উদ্ধার আগরতলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ফেব্রুয়ারী।। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে পশ্চিম জেলার প্রশাসনের উদ্যোগে আবগারি দপ্তরের মাধ্যমে জেলার বিভিন্ন স্থানে বিশেষ অভিযান চালানো হয়। ১৮ জানুয়ারি থেকে এই অভিযান শুরু করা হয়। পশ্চিম জেলার অন্তর্গত ১৪ টি বিধানসভা এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়। ১৫ ফেব্রুয়ারি বুধবার পর্যন্ত মোট ৪৪৫ টি স্থানে আবগারি দপ্তর অভিযান চালায়। এই অভিযানে উদ্ধার হয় ১৪ হাজার ৩০৪ লিটার বিলেতি মদ, দেশি মদ ও বিয়ার। যার বাজার মূল্য ৩৪ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা। অভিযানকালে আটক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড়ে রাজনৈতিক হিংসায় ব্যাপক উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ফেব্রুয়ারী।। সরব প্রচার শেষ হওয়ার পর মঙ্গলবার রাতভর সন্ত্রাসী কার্যকলাপ সংঘটিত হয় বিশালগড়ের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে। ভোট পর্ব শান্তিপূর্ণ হবে কি না তা নিয়ে সংশয়ে রয়েছেন সাধারণ মানুষ জন। রাজ্যে নির্বাচনের সরব প্রচার শেষ হতেই শুরু হল দুষ্কৃতীকারীদের তান্ডব লীলা। মঙ্গলবার রাতে বিশালগড় মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় রাতের আঁধারে দুষ্কৃতী বাহিনী উন্মত্ত তান্ডব চালায়।

বাদ যায়নি বিরোধীদলের কর্মী সমর্থক থেকে শুরু করে নিরীহ সাধারণ মানুষ। বিশালগড় মহকুমার লক্ষ্মীবিল সহ বেশ কয়েকটি এলাকায় এই ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। আহতদের অভিযোগ শাসক দল সমর্থিত কর্মী সমর্থকটাই এদিন রাতের আঁধারে বিরোধীদলের কর্মী সমর্থকদের টার্গেট করে বাড়িঘরে হামলা চালায়। পাশাপাশি শারীরিকভাবে আক্রমণ চালানো হয় বিরোধীদলের কর্মী সমর্থকদের উপর। এমনই এক দুষ্কৃতী হামলায় আহত হয়েছেন পূর্ব লক্ষ্মীবিল এলাকার ৫ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা বিপ্লব শীলের স্ত্রী অপরাজিতা শীল।

এক্ষেত্রে অভিযোগের তীর সরাসরি শাসক দল বিজেপির কর্মীদের দিকে। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে আহতরা জানান মূলত উপপ্রধান মলিন দাসের ছেলে গোবিন্দ দাস, হৃদয় দাস সহ আরো ৭-৮ জন দুষ্কৃতিকারী এই ঘটনাগুলো ঘটিয়েছিল পূর্ব লক্ষ্মীবিল এলাকায়। অন্যদিকে মঙ্গলবার গভীর রাতে একদল দুষ্কৃতীকারী উত্তর ব্রজপুর কদমতলী এলাকায় গিয়ে একাধিক বাড়িঘরে তাণ্ডব চালায় এবং পরে দুষ্কৃতীরা এলাকার একটি খালি জায়গায় গিয়ে পরপর তিন রাউন্ড গুলি ছুঁড়ে ফলে এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে চাঞ্চল্য।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান বিশালগড় বিধানসভার রিটার্নিং অফিসার বিনয় ভূষণ দাস সহ পুলিশ ও আধা সামরিক বাহিনী। অভিযোগ ,পুলিশ নামমাত্র একটি অভিযোগ নিয়ে চলে আসে।

মঙ্গলবার রাতভর বিশালগড় থানা এলাকার নীল কমল, নোয়াপাড়া, অফিটিলা, নমপাড়া সহ বিভিন্ন এলাকায় প্রায় ১২-১৪ টি বোমা বিস্ফোরণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। অন্যদিকে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও বিস্তর অভিযোগ সাধারণ জনগণের। মূলত যে সকল জায়গাগুলোতে এই ধরনের দুষ্কৃতী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শপথ নিলেন ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি যশবন্ত সিং

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ফেব্রুয়ারী।। আজ নতুন রাজভবনের দরবার হলে ত্রিপুরা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি যশবন্ত সিং শপথ গ্রহণ করেন। তাঁকে শপথ বাক্য পাঠ করান রাজ্যপাল সত্যদেও নারাইন আর্য।

ত্রিপুরা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি পদে উন্নীত হওয়ার আগে বিচারপতি যশবন্ত সিং উড়িশা, পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাই কোর্টে জজ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। আজকের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা, ত্রিপুরা হাই কোর্টের বিচারপতি জাস্টিস টি অমরনাথ গৌড়, জাস্টিস অরিন্দম লোধ, এডভোকেট জেনারেল সিদ্ধার্থ শংকর দে, মুখ্যসচিব জে কে সিনহা, ডিজিপি অমিতাভ র'ন ও প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ। তাছাড়াও শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নতুন প্রধান বিচারপতির ী ড. রেশ্মি গর্গ সিং।

CMYK

CMYK

দ্বাদশ বিশ্ব হিন্দি সম্মেলনের সূচনা করলেন জয়শঙ্কর, বললেন সমস্ত সংস্কৃতি জানা উচিত বিশ্বের

নাদি, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দ্বাদশ বিশ্ব হিন্দি সম্মেলনের উদ্বোধন করলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। বুধবার সকালে ফিজি-র নাদিতে সে দেশের রাষ্ট্রপতি রাতু উইলিয়াম মাইভালিলি কাটোনিভেরের উপস্থিতিতে দ্বাদশ বিশ্ব হিন্দি সম্মেলনের উদ্বোধন করেছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। জয়শঙ্কর এদিন বলেছেন, সমস্ত সংস্কৃতি ও সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে জানা উচিত বিশ্বের। দ্বাদশ বিশ্ব হিন্দি সম্মেলনের উদ্বোধন করার পর বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর বলেছেন, 'বিশ্ব হিন্দি সম্মেলনের মতো অনুষ্ঠানে, হিন্দি ভাষার বিভিন্ন দিক, হিন্দি ভাষার বিশ্বব্যাপী ব্যবহার এবং প্রচারের দিকে আমাদের মনোযোগ থাকা উচিত। ফিজি, প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল এবং আবদ্ধ দেশগুলিতে হিন্দির অবস্থার মতো বিষয়গুলি নিয়ে আমরা আলোচনা করব।' জয়শঙ্কের কথায়, 'যে যুগে আমরা অগ্রগতি ও আধুনিকতাকে পাশ্চাত্যায়নের সঙ্গে সমতুল্য করেছিলাম, তা আমাদের পিছনে রয়েছে। ঔপনিবেশিক যুগে চাপা পড়ে যাওয়া এ রকম অনেক ভাষা, ঐতিহ্য আবারও বিশ্বমঞ্চে আওয়াজ তুলেছে।'

দ্বাদশ বিশ্ব হিন্দি সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারতের বিদেশ প্রতিমন্ত্রী ভি মুরলীধরণ, স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী অজয় মিশ্র টেনি প্রমুখ। দ্বাদশ বিশ্ব হিন্দি সম্মেলনে একটি পোস্টাল স্ট্যাম্প প্রকাশ করেছেন জয়শঙ্কর ও ফিজি-র প্রেসিডেন্ট। পাশাপাশি ৬টি বই প্রকাশ করেছেন তাঁরা।

ভারতে কোভিড-সংক্রমণ বেড়ে ১০২; একদিনে মৃত্যু ৩ জনের, কমেছে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা

নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ভারতে করোনাভাইরাসের দৈনিক সংক্রমণ ফের বাড়ল, বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ১০২ জন। মঙ্গলবার সারাদিনে ভারতে মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের, ফলে মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫,৩০,৭৫৬-তে পৌঁছেছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, দেশে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা এই মুহূর্তে ১ হাজার ৮২৩-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০০ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪১,৫১,৭৯৭ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ৭ হাজার ০৫২ জন প্রাপক, মোট টিকা প্রাপকের সংখ্যা ২২০,৬৩,১১,৫৪৭। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৪ ফেব্রুয়ারি সারা দিনে ভারতে ১,২৫,৫০১ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধৃত মানিকপুত্র সৌভিকের বিরুদ্ধে লুকআউট নোটিশ ইডি'র

কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধৃত মানিক ভট্টাচার্য্যের ছেলে সৌভিক ভট্টাচার্য্যের বিরুদ্ধে লুকআউট নোটিশ জারি করল ইডি। ইতিমধ্যেই এয়ারপোর্ট অথিরিটিকে মানিকপুত্র সৌভিকের নথি পাঠানো হয়েছে। জুন মাসে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে নিয়োগ দুর্নীতিতে আর্থিক লেনদেনের তদন্ত শুরু হয়। সেই সূত্র ধরেই একের পর এক গ্রেফতারি হয়েছে। যার মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি মানিক ভট্টাচার্য্যের নাম রয়েছে।

এরপর ইডির আইনজীবী আদালতে জানান, মানিক ভট্টাচার্য্যের ছেলে সৌভিক ভট্টাচার্য্যের একটি সংস্থা রয়েছে, যেখানে আইটির কাজ হয়। ছেলের অ্যাকাউন্টেও বিপুল টাকা পাওয়া যায়। ইডির অনুমান, দুর্নীতির অর্থ লেনদেন হয়েছে মানিকবাবুর পরিবারের সদস্যদের অ্যাকাউন্ট থেকেও। ইডির চার্জশিটেও সৌভিকের নাম ছিল। তদন্তকারীদের অনুমান, যে কোনও সময় দেশ ছাড়তে পারেন সৌভিক। এবার সৌভিকের বিরুদ্ধে লুকআউট নোটিশ জারি করল ইডি।

রাজ্যের মুখ্য তথ্য কমিশনার নিয়োগের বৈঠক এড়ালেন শুভেন্দু, বললেন বৈঠক শুধু লোক দেখানো

কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : রাজ্যের মুখ্য তথ্য কমিশনার নিয়োগের বৈঠক এড়ালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বিরোধী দলনেতার দাবি, বৈঠক শুধুই লোক দেখানো। তাঁর বক্তব্য, প্রার্থী আগে থেকেই ঠিক করা। এমনকী বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার ক্ষেত্রেও নিয়ম মানা হয়নি বলে অভিযোগ শুভেন্দুর। আর সেই সব কারণ দেখিয়েই বৈঠক এড়িয়ে গেলেন শুভেন্দু অধিকারী।

টুইট করে নিজের অবস্থানের কথা ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে না থাকার বিষয়টি চিঠি দিয়ে রাজ্যের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব বি পি গোপালিকাকেও জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। প্রসঙ্গত, রাজ্যের মুখ্য তথ্য কমিশনার নিয়োগ ঘিরে বুধবার বিধানসভায় একটি বৈঠক ডাকা হয়। ওই বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী, পরিষদীয় মন্ত্রী এবং বিরোধী দলনেতা থাকার কথা ছিল। কিন্তু সেই বৈঠক শুরুর আগেই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী চিঠি দিয়ে জানান, বৈঠক সংক্রান্ত তথ্য বা ডকুমেন্টস আমন্ত্রণ পত্রের সঙ্গে দেওয়া হয়নি। একই সঙ্গে মুখ্য তথ্য কমিশনার নিয়োগ ঘিরে সর্বভারতীয় সংবাদপত্রে কোনও বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়নি। এই আপত্তির কথা জানিয়ে তথ্য কমিশনার নিয়োগ সংক্রান্ত বৈঠকে থাকছেন না শুভেন্দু। শুভেন্দু অধিকারী এই বৈঠক বাতিল করার দাবিও জানিয়েছেন।

মধ্যপ্রদেশের রতলামে ট্রাকে ধাক্কা নিয়ন্ত্রণহীন বাসের; দু''জনের মৃত্যু, আহত ১৭ জন

রতলাম, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : মধ্যপ্রদেশের রতলাম জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাকে ধাক্কা মারল একটি বাস। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে দু''জনের, এছাড়াও ১৭ জন আহত হয়েছেন। বুধবার সকালে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে ধাক্কা মারে বাসটি। বুধবার সকাল পাঁচটা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে জেলা সদর থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে জাওড়া-লেবাড সড়কের ওপর বিলপাঙ্ক থানার অন্তর্গত সারওয়ার জামুনিয়া গ্রামের কাছে।

ও পি সিং নামে এক পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, রাজস্থান রোডওয়েজের বাসটি মহারাষ্ট্রের পুনে থেকে ভিলওয়ারা (রাজস্থান) যাওয়ার পথে রাস্তার ধারে দাঁড়ানো স্থির ট্রাকে ধাক্কা মারে। এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে দু''জনের ও আহত হয়েছেন ১৭ জন। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আবাস কেলেঙ্কারির অভিযোগ, ইডির হাতে গ্রেফতার কেরালার মুখ্যমন্ত্রীর প্রাক্তন সচিব

নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয়, আবাস দুর্নীতি নিয়ে ব্যাপক শোরগোল তৈরি হয়েছে কেরলেও। জানা গিয়েছে, কেরলে গৃহহীনদের পাকা বাড়ি দেবার জন্য 'লাইফ মিশন' নামক একটি প্রকল্প চালু আছে। আর সেই প্রকল্পে বেনিয়মের জন্য এবার ইডি গ্রেফতার করেছে পিনারাই বিজয়নের প্রাক্তন প্রিন্সিপাল সচিব এম শিবশঙ্করকে। প্রসঙ্গত জানা গিয়েছে, কেরালার ত্রিশূরে গৃহহীনদের জন্য ১৪০টি আবাস তৈরি করার লক্ষ্যে একটি অলাভজনক সংস্থা রেড ক্রিসেন্ট সাড়ে ১৪ কোটি টাকা দিয়েছিল।

অভিযোগ উঠেছে, সেই টাকার মধ্যে অন্তত ৪ কোটি ৪ লক্ষ টাকা একাধিক প্রভাবশালীর পকেটে গিয়েছে।

আজ মধ্যপ্রদেশের রেওয়াতে বিমানবন্দরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সিন্ধিয়া

রেওয়া(মধ্যপ্রদেশ), ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : আজ বুধবার মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের সঙ্গে রেওয়া বিমানবন্দরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। এটি নির্মাণে ২৩৯ কোটি ৯৫ লাখ টাকা ব্যয় হবে। এর পাশাপাশি সিন্ধিয়া এবং চৌহান এখানে আয়োজিত মহিলা সম্মেলনে অংশ নেবেন।

অনুষ্ঠানে ৭৪৭ কোটি ৫১ লাখ টাকার ৩২টি কাজের উদ্বোধন ও ভূমি পুজো করবেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী। এর মধ্যে রয়েছে ১৪৪ কোটি ৯ লাখ টাকা মূল্যের ১৫টি কাজের উদ্বোধন এবং ৬০৩ কোটি ৪২ লাখ টাকা মূল্যের ১৭টি নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানটি দুপুর সাড়ে ১২টায় শুরু হবে রেওয়ায় এয়ারস্ট্রিপ চোরহাটায়।

বিধানসভার স্পিকার গিরিশ গৌতম, জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী বিসাহুলাল সিং, মন্ত্রী ও সাংসদ জনার্দন মিশ্র, রাজ্যসভার সদস্য রাজমণি প্যাটেল প্রমুখ মহিলা সম্মেলনে অংশ নেবেন। সিন্ধিয়া দুপুর ১২:৫০ টায় জবলপুর থেকে আকাশপথে চোরহাটা রেওয়া পৌঁছবেন। সিন্ধিয়া পিপ্রার শ্রীমন্ত মাধবরাও সিন্ধিয়া বৃদ্ধাশ্রমের ভূমিপূজন করবেন দুপুর ২:৪২ টায়। বিকাল ৩টা ৪৫ মিনিটে উদ্বোধন করবেন ইটাউরায় নতুন ক্রিকেট স্টেডিয়াম। বিকাল ৪টা ৪৫ মিনিটে গাড়িতে করে প্রয়াগরাজের উদ্দেশে রওনা হবেন সিন্ধিয়া।

ইডির তলবে দিল্লিতে জিট্টাভাই

কলকাতা ও নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : বালিগঞ্জের টাকা উদ্ধারের ঘটনায় ধাবা ও অতিথিশালার মালিক মনজিৎ সিং গ্রেওয়াল ওরফে জিট্টাভাই হাজিরে দিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দিল্লির অফিসে। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চেয়ে ডেকে পাঠিয়েছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। বুধবার বেলা ১১টায় মনজিৎ সিং গ্রেওয়ালকে দিল্লির প্রবর্তন ভবনে হাজির থাকতে নির্দেশ দিয়েছিল ইডি।

শেয়ার প্রতারণা থেকে শুরু করে আয়কর না জমা দেওয়ার একাধিক অভিযোগ রয়েছে ওই ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে। এর পাশাপাশি সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, কয়লা পাচারের টাকা এই কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকতে পারে বলে সন্দেহ করছেন ইডির তদন্তকারী আধিকারিকরা।

গত ৮ ফেব্রুয়ারি বালিগঞ্জে প্রায় ১০ ঘন্টারও বেশি সময় ধরে তল্লাশি চালানোর পর ১ কোটি ৪০ লাখ টাকা উদ্ধার করেছিলেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। সঙ্গে একটি ডেস্কটপ ও বেশ কিছু নথিও বাজেয়াপ্ত করেছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। পরবর্তীতে ইডির তরফে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়েছিল, বালিগঞ্জের ওই ধাবা মালিক মনজিৎ সিং গ্রেওয়াল ওরফে জিট্টাভাইয়ের মাধ্যমে কালো টাকা সাদা করার চেষ্টা করা হয়েছিল। এক প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা সেই চেষ্টা করেছিলেন। সেই সব সূত্র ধরেই এবার মনজিৎ সিং গ্রেওয়াল ওরফে জিট্টাভাইকে দিল্লিতে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন ইডির গোয়েন্দারা।

কীটনাশকের গুঁড়ো খেয়ে তিন ও সাত বছরের দুই ভাইবোনের মৃত্যু

সাতারা, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : বাড়িতে রাখা কীটনাশকের গুঁড়ো খেয়ে মহারাষ্ট্রের সাতারায় ভাই—বোনের মৃত্যু হয়েছে । মেয়েটির বয়স সাত ও ছেলেটির বয়স মাত্র তিন ।এই ঘটনা সামনে আসার পর শোকস্তব্ধ সাতারার মুন্ধে গ্রামের বাসিন্দারা ।

বুধবার পুলিশ জানিয়েছে, শ্লোক অরবিন্দ মালি (৩) ও তানিষ্কা অরবিন্দ মালি (৭) মহারাষ্ট্রের করদ তালুকের মুন্ধে গ্রামের বাসিন্দা। সোমবার শ্লোক অসুস্থ হয়ে পড়ে । প্রথমে তার বমি হয়। তখন সে বাড়িতেই ছিল । অত্যধিক বমি হওয়ার কারণে তাকে তার বাবা-মা করদের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যান ।

তবে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শ্লোকের মৃত্যু হয় বলে জানা গিয়েছে । এর কিছুক্ষণ পরই শ্লোকের দিদি তানিষ্কাও অসুস্থ হয়ে পড়ে। সেও বমি করেছিল । পরে সেও একইভাবে হাসপাতালে মারা যায়। পুলিশ জানিয়েছে, শ্লোকের ময়নাতদন্তের রিপোর্টের হাতে এসেছে । তাতে দেখা যাচ্ছে যে অত্যধিক রক্তপাত ও ডিহাইড্রেশনের কারণে মৃত্যু হয়েছে । তানিষ্কার ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এখনও পুলিশ পায়নি । তবে তাদের অনুমান, তারও মৃত্যু একই কারণে হয়েছে ।

শিলিগুড়িতে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে যুবককে খুনের অভিযোগ

শিলিগুড়ি, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে এক যুবককে খুনের অভিযোগ উঠল শিলিগুড়িতে। মৃতের নাম টিঙ্কু সরকার। বাড়ি এনজেপি থানার শহিদ কলোনি এলাকায়। বাড়ির অদূরে তাঁর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়। মৃতের মাথার পেছনে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্যে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাত ৯টা নাগাদ টিঙ্কুর কাছে একটি ফোন আসে। এরপরই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান তিনি। এর কিছুক্ষণ পরই বাড়ি থেকে ১০০ মিটার দূরত্বে তাঁর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, এই ঘটনায় তিনজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

শোণিতপুরের বুঢ়া চাপরি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যে ৫৯৭৬ বিঘা জমিতে দ্বিতীয় দিনেও চলছে উচ্ছেদ অভিযান

তেজপুর (অসম), ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : শোণিতপুর জেলার অন্তর্গত বুঢ়া চাপরি বন্যপ্রাণী অভয়াণ্যে আজ দ্বিতীয় দিন বুধবার সকাল থেকে ৫,৯৭৬ বিঘা জমি বেদখলমুক্ত করতে জেলা প্রশাসন চালিয়েছে উচ্ছেদ অভিযান। প্রায় ৫০টি এসকেভেটর ও ২০টি টর্যাক্টর নিয়ে জেলা প্রশাসন পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী এলাকায় চালিয়েছে উচ্ছিদ অভিযান। গতকাল এবং আজ ইতিমধ্যে অভয়ারণ্যে বেআইনিভাবে নির্মিত স্কুল, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, বাড়িঘর ধ্বংস করা হয়েছে। উচ্ছেদ অভিযান চলবে আগামীকাল ১৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। স্থানীয় প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেট জানিয়েছেন, গতকাল জবরদখল-মুক্ত করা হয়েছে প্রায় ১,৮৯২ হেক্টর জমি। ধ্বংস করা হয়েছে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা দুটি গ্রাম। তিনি জানান, উচ্ছেদ অভিযানের আগে ওই সব এলাকায় অবৈধভাবে দখলদারদের নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। নোটিশ পাওয়ার পর বেশিরভাগ পরিবার এলাকা ছেড়ে চলে গেছেন।

মহানগরীর পারদ ১৫ ডিগ্রির ঘরেই, ঠান্ডা অনুভূত হলেও কনকনে শীত আর ফিরবে না

কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): সোম ও মঙ্গলবারের পর বুধবারও কলকাতার তাপমাত্রা নিম্নমুখী, এদিনও স্বাভাবিকের নীচে ছিল কলকাতার তাপমাত্রা। বুধবার মহানগরীর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৫.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রি কম। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ২৭.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, উত্তুরে হাওয়ার সৌজন্যেই এই ঠান্ডা অনুভূত হয়েছে, তবে এবার ধীরে ধীরে বিদায় নেবে শীত। এ বছর নতুন করে কনকনে ঠান্ডা পড়ার আর কোনও সম্ভাবনা নেই।

আবহবিদরা জানিয়েছেন, আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা বৃদ্ধি হতে পারে। কয়েকটি জেলায় কুয়াশা থাকতে পারে, যদিও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কুয়াশা কেটে যাবে। চলতি বছর শীতের প্রত্যাবর্তনের আর কোনও সম্ভাবনা নেই। দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া আপাতত শুষ্ক থাকবে, বৃষ্টিপাতের কোনও সম্ভাবনা নেই।

তেলেঙ্গানায় লাইনচ্যুত গোদাবরী এক্সপ্রেসের ৬টি বগি, তদন্তের নির্দেশ রেলের

হায়দরাবাদ, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): তেলেঙ্গানার বিবিনগরের কাছে লাইনচ্যুত হয়ে গেল বিশাখাপত্তনম-সেকেন্দ্রাবাদ গোদাবরী এক্সপ্রেস। বুধবার সকালে বিশাখাপত্তনম-সেকেন্দ্রাবাদ গোদাবরী এক্সপ্রেসের ৬টি বগি বেলাইন হয়ে যায়। এই ট্রেন দুর্ঘটনায় কেউ হতাহত হননি বলে জানিয়েছে রেল। ট্রেনটি কেন লাইনচ্যুত হয়েছে তা জানতে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ।

দক্ষিণ-মধ্য রেলের পিআরও জানিয়েছেন, বুধবার সকালে হায়দরাবাদ থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরে, বিবিনগর ও ঘাটকেসর স্টেশনের মাঝে অঙ্কুশাপুর গ্রামের কাছে গোদাবরী এক্সপ্রেসের ৬টি বগি লাইনচ্যুত হয়ে যায়। ট্রেনটি অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনম থেকে হায়দরাবাদের দিকে যাচ্ছিল। রেল জানিয়েছে, ১২৭২৭ বিশাখাপত্তনম-সেকেন্দ্রাবাদ গোদাবরী এক্সপ্রেসের এস১, এস২, এস৩, এস৪, জিএস এবং এসএলআর বগি লাইনচ্যুত হয়ে যায়। এই দুর্ঘটনার জেরে রেল পরিষেবা বিঘ্নিত হয়। ব্যস্ততম এই রুটে বিভিন্ন স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকে অনেকগুলি ট্রেন।

আদিবাসী সংস্কৃতিকে বৃহত্তর পরিসরে প্রদর্শনের প্রয়াস, ১৬ ফেব্রুয়ারি 'আদি মহোৎসব'-এর সূচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): আদিবাসী সংস্কৃতিকে বৃহৎ পরিসরে প্রদর্শনের প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে বৃহস্পতিবার, ১৬ ফেব্রুয়ারি একটি মেগা জাতীয় আদিবাসী উৎসব ""'আদি মহোৎসব'""-এর উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার সকাল ১০.৩০ মিনিট নাগাদ দিল্লির মেজর ধ্যানচাঁদ জাতীয় স্টেডিয়ামে ""'আদি মহোৎসব'""-এর সূচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (পিএমও) বুধবার জানিয়েছে, আদি মহোৎসব, যা আদিবাসী সংস্কৃতি, কারুশিল্প, রন্ধনপ্রণালী, বাণিজ্য এবং ঐতিহ্যগত শিল্পের চেতনা উদযাপনের উৎসব, এই উৎসব আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রকের অধীনে উপজাতীয় সমবায় বিপণন উন্নয়ন ফেডারেশন লিমিটেড-এর একটি বার্ষিক উদ্যোগ। এই বছর, এটি দিল্লির মেজর ধ্যানচাঁদ জাতীয় স্টেডিয়ামে ১৬ থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আয়োজিত হচ্ছে। এই উৎসবে ২০০টিরও বেশি স্টলে দেশজুড়ে উপজাতিদের সমৃদ্ধ এবং বৈচিত্র্যময় ঐতিহ্য প্রদর্শন করা হবে।

দিল্লিতে বছর ২৫-এর যুবককে কুপিয়ে খুন, ৩ সন্দেহভাজনকে আটক করল পুলিশ

নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে নৃশংস ও নির্মমভাবে কুপিয়ে খুন করা হল বছর ২৫-এর এক যুবককে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে দিল্লির নাঙলোই এলাকায়। মৃত যুবকের আত্মীয় খলিল মালিক বলেছেন, জিম থেকে ফিরছিল আমার ভাইপো বিশাল মালিক। সেই সময় কোনও কারণে আরটিভি বাস চালকের সঙ্গে তাঁর কথা কাটাকাটি হয়। তারা ৮-১০ জন ছিল, বিশালকে তারা আক্রমণ করে।

মৃতের আত্মীয় আরও জানিয়েছেন, নিজের বাইক সেখানে ফেলে রেখে সে পালিয়ে যায় বিশাল। পুলিশের পক্ষ থেকে বিশালকে সাহায্য করা হয়নি বলে অভিযোগ। পরে নিজের ভাই সাহিলকে ফোন করে বাইক নিয়ে আসতে বলে বিশাল। সাহিল সেখানে গেলে ছুরি দিয়ে তাঁর ওপর হামলা চালানো হয় এবং ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, এই খুনের ঘটনায় ৩ জন সন্দেহভাজনকে আটক করা হয়েছে এবং বাকি অভিযুক্তদের সন্ধান চলছে।

কোয়েম্বাটুর গাড়ি বিস্ফোরণ মামলা : দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন ঠিকানায় এনআইএ অভিযান

চেন্নাই, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ফের দক্ষিণ ভারতে সক্রিয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা (ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি)। এর আগে কর্ণাটকে নিষিদ্ধ সংগঠন পিএফআই-এর একাধিক দফতরে হানা দিয়েছিল এনআইএ। এবার তদন্তের লক্ষ্য জঙ্গি সংগঠন ইসলামিক স্টেট। বিশ্বের অন্যতম বিপজ্জনক এই জঙ্গি সংগঠনটির শিকড় ভারতে কতটা ছড়িয়েছে তা বের করতেই এই অভিযান বলে খবর এনআইএ সূত্রে। বুধবার সকাল থেকেই তামিলনাড়ু, কেরল ও কর্ণাটকের একাধিক জায়গায় হানা দেন এনআইএ-র তদন্তকারী অফিসাররা।

তামিলনাড়ু ও কেরলের ৬০টি ও কর্ণাটকের ৪৫টি জায়গায় তল্লাশি চলছে বলে খবর। তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুরে কিছুদিন আগে গাড়ির মধ্যে সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। সেই ঘটনার সূত্র ধরেই এই তল্লাশি। এই সকল স্থানে ইসলামিক স্টেটের প্রতি সহানুভূতিশীল ব্যক্তিদের খোঁজ পাওয়া যাবে বলে বিশ্বাস তদন্তকারী অফিসারদের। বিশেষ ভিডিও বার্তার মাধ্যমে এই সব ব্যক্তিদের মধ্যে সন্ত্রাসবাদের বীজ বপণ করা হয়েছে বলে অনুমান। যদিও এখনও অবধি কারও গ্রেফতারির খবর মেলেনি। তবে সকাল থেকে এখনও জোরকদমে এই সকল স্থানে তল্লাশি চলছে বলে খবর।

২৪ ঘন্টারও বেশি সময় অতিক্রান্ত, দ্বিতীয় দিনেও বিবিসি-তে আইটি-র সমীক্ষা জারি

নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দিল্লি ও মুম্বইয়ের বিবিসি-র দফতরে ২৪ ঘন্টারও বেশি সময় ধরে চলছে আয়কর দফতর (আইটি)-এর সমীক্ষা। বিবিসি-র আর্থিক বিষয়ক ইলেকট্রনিক এবং কাগুজে নথির প্রতিলিপি করা হচ্ছে বলে সূত্রের খবর। করফাঁকি মামলা নিয়ে তদন্তে নেমে বিবিসির অফিসে 'সমীক্ষা' চালাচ্ছে আয়কর দফতর।

মঙ্গলবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ বিবিসি-র দিল্লির দফতরে হাজির হন অন্তত ১৫ জন আয়কর অধিকর্তা। শুরু হয় সমীক্ষার কাজ। রাত পেরিয়ে পর দিন সকালেও সেই সমীক্ষা শেষ হয়নি। বুধবার দ্বিতীয় দিনে পড়ল বিবিসি-তে আইটি-র সমীক্ষা।

ভারতীয় প্রতিরক্ষা স্টার্ট-আপ বাস্তুতন্ত্রের বৃদ্ধির যাত্রায় দুর্দান্ত উদযাপন ''মন্থন'' : রাজনাথ সিং

বেঙ্গালুরু, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): কর্ণাটকের রাজধানী বেঙ্গালুরুর ইয়েলাহাঙ্কায় চন্দন সিং এয়ার ফোর্স কনভেনশন সেন্টারে বার্ষিক প্রতিরক্ষা স্টার্ট-আপ ইভেন্ট ''মন্থন''-এ একটি প্রদর্শনী পরিদর্শন করেছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। এই ''মন্থন'' প্রসঙ্গে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছেন, ভারতীয় প্রতিরক্ষা স্টার্ট-আপ ইকোসিস্টেমের বৃদ্ধির যাত্রার একটি দুর্দান্ত উদযাপন হল স্টার্টআপ মন্থন। এটি আমাদের উদ্যোগ 'ইনোভেশনস ফর ডিফেন্স এক্সিলেন্স'-এর একটি সূচক।'

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এদিন বলেছেন, 'আমাদের দেশের তরুণরা শতাধিক ইউনিকর্ন স্থাপন করেছেন। এটি শুধুমাত্র আমাদের দেশে নতুন তৈরি হওয়া স্টার্ট-আপ ইকোসিস্টেমের গুরুত্বই তুলে ধরে না, বরং আমাদের তরুণদের মধ্যে নতুন কিছু করার জন্য যে নতুন উদ্যম ও আবেগ রয়েছে তাও তুলে ধরে।'প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের কথায়, বিগত কয়েক বছরে আমাদের দেশে স্টার্ট-আপের জন্য যে পরিবেশ তৈরি হয়েছে, তা তরুণদের জন্য আশীর্বাদ। ৭-৮ বছর আগে আমাদের দেশে কয়েকটি স্টার্ট-আপ ছিল, বর্তমানে সেই সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষে পৌঁছেছে।'

আনন্দ পরিণত হল বিষাদে! ফ্রেজারগঞ্জে মোটরবাইক ও টোটোর সংঘর্ষে আহত ৩ জন

কাকদ্বীপ, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মামা ও মামি-কে মোটরবাইকের পিছনে নিয়ে বকখালির উদ্দেশে যাচ্ছিলেন ভাগ্নে। কিন্তু, সেই আনন্দ পরিণত হল বিষাদে। তাঁদের মোটরবাইকের সঙ্গে একটি টোটোর সংঘর্ষে আহত হয়েছেন ৩ জনই। বুধবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার জেটিঘাট এলাকায়।

পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন অমিত মণ্ডল নামে এক জন। তাঁর মামা গোবিন্দ ও মামি তাপসী মণ্ডলও চোট পেয়েছেন। মামা-মামিকে নিয়ে বকখালিতে বেড়াতে যাওয়ার পথে কাকদ্বীপের জেটিঘাট সংলগ্ন এলাকায় একটি টোটো নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অমিতের বাইকে ধাক্কা মারে। রাস্তায় ছিটকে পড়েন অমিত। তাঁর মাথায় গুরুতর চোট লাগে। বাইকের বাকি দুই সওয়ারিও আহত হয়েছেন। তাঁদের উদ্ধার করেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

প্রথমে কাকদ্বীপ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় আহতদের। কিন্তু অমিত এবং তাঁর মামার শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় দু'জনকে ডায়মন্ড হারবার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন চিকিৎসকেরা। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। কেন একটি মোটরবাইকে তিন জন ছিলেন, সেটাও দেখছে পুলিশ।

সিবিএসই বোর্ডের দশম ও দ্বাদশের পরীক্ষা শুরু, বিশেষ উৎসাহী পরীক্ষার্থীরা

নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): কলকাতা থেকে রাঁচি, দিল্লি থেকে দেহরাদুন, চেন্নাই থেকে লখনউ-বুধবার থেকে দেশজুড়ে শুরু হয়েছে সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন (সিবিএসই)-এর দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষা। বুধবার সকাল সাড়ে ১০টায় পরীক্ষা শুরু হয়েছে, পরীক্ষা শেষ হবে আগামী ৫ এপ্রিল।

কোভিড-আতঙ্ক কাটিয়ে নতুন করে ছন্দে ফিরেছে শিক্ষাঙ্গনের পঠনপাঠন। এদিন দেশের সর্বত্রই পরীক্ষার্থীদের চোখে-মুখে ছিল যথেষ্ট আনন্দ। ছাত্র-ছাত্রীদের যথেষ্ট উৎসাহী দেখা গিয়েছে। একরাশ আনন্দ নিয়ে সবাই পরীক্ষা দিতে আসেন।

আদানি-হিন্ডেনবার্গ বিবাদ : ১৭ ফেব্রুয়ারি কংগ্রেস নেত্রীর নতুন আর্জি শুনতে সম্মত শীর্ষ আদালত

নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): আদানি-হিন্ডেনবার্গ বিবাদ ইস্যুতে আগামী ১৭ ফেব্রুয়ারি কংগ্রেস নেত্রীর নতুন আর্জি শুনতে সম্মত হয়েছে শীর্ষ আদালত। ১৭ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার শুনানির বিষয়ে বুধবার সম্মত হয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় এবং বিচারপতি পি এস নরসিমার সমন্বয়ে গঠিত একটি বেঞ্চ কংগ্রেস নেত্রী জয়া ঠাকুরের প্রতিনিধিত্বকারী আইনজীবীর আর্জি গ্রহণ করেছে, সেই আবেদনে জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আবেদন জানানো হয়েছিল।

বেঞ্চ প্রাথমিকভাবে ২৪ ফেব্রুয়ারি শুনানির জন্য আবেদন তালিকাভুক্ত করতে সম্মত হয়েছিল। কিন্তু, পরবর্তীতে আইনজীবী জানান ১৭ ফেব্রুয়ারি আরও দু''টি আর্জি তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, এরপরই শুক্রবার শুনানির সিদ্ধান্ত নিয়েছে শীর্ষ আদালত। জীবন বীমা কর্পোরেশনের ভূমিকা তদন্তের জন্য একটি নির্দেশনাও চেয়েছেন কংগ্রেস নেত্রী জয়া ঠাকুর।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত ২২ বছর বয়সী ইউটিউবার

দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ফ্রেজারগঞ্জের মুন্সিরহাট এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ২২ বছর বয়সী এক ইউটিউবারের। মৃত ইউটিউবারের নাম অমিত মন্ডল। স্থানীয় সূত্রে খবর, অমিত মণ্ডল ফ্রেজারগঞ্জের শিবপুরের বাসিন্দা। ফ্রেজারগঞ্জের মুন্সিরহাটে মঙ্গলবার রাতে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে অমিতসহ তিনজন। অমিতের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে কলকাতার একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হলে গভীর রাতে তার মৃত্যু হয়। যুবকের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

স্থানীয়রা জানিয়েছে, অমিত একজন পরিশ্রমী যুবক ছিলেন। একটা সময় ছিল যখন তিনি দারিদ্র্যের মধ্যে জীবনযাপন করতেন। তার বাবা-মা সাফাইকর্মীর কাজ করতেন। এতো সমস্যা সত্ত্বেও, অমিত তার জীবনে ভাল কিছু করার জন্য বদ্ধপরিকর ছিল। কলেজে প্রথম বর্ষে ভর্তি হন। এছাড়া পেশা হিসেবে ইউটিউব বেছে নেন অমিত। অমিত নিয়মিত ভ্লগ করতেন। ইউটিউবে তার তিন লাখের বেশি সাবস্ক্রাইবার রয়েছে। ফলে ধীরে ধীরে অর্থনৈতিক সমস্যা কমতে থাকে। কঠোর পরিশ্রম করে এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন। তার মৃত্যুর খবরে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক, দুই দিক থেকে যানবাহনের জন্য উন্মুক্ত

জম্মু, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে বুধবার যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে। মহাসড়ক দুই দিক থেকে যানবাহনের জন্য উন্মুক্ত। বুধবার সকালে ছোট যানবাহনগুলিকে প্রথমে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। পরে ভারী যানবাহন পাঠানো হবে। অবশেষে নিরাপত্তা বাহিনীর গাড়িগুলো যেতে দেওয়া হবে।

শ্রীনগর-সোনমার্গ-গুমরি হাইওয়ে পিচ্ছিল। এ কারণে এর ওপর দিয়ে যানবাহন চলাচল বন্ধ রয়েছে। তুষারপাতের কারণে দক্ষিণ কাশ্মীরের শোপিয়ানের সঙ্গে রাজৌরি এবং পুঞ্চ জেলার সংযোগকারী মুঘল রাস্তা এখনও বন্ধ রয়েছে।

ইতিবাচক সমালোচনা, গুনমানসম্পন্ন বিতর্কই সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ : ওম বিড়লা

গান্ধীনগর, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ইতিবাচক সমালোচনা, গুনমানসম্পন্ন বিতর্কই সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বললেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা। লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা বুধবার গুজরাট বিধানসভায় দু”দিনের সংসদীয় কর্মশালার উদ্বোধন করেছেন। গুজরাটের জনপ্রতিনিধিদের আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানিয়ে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা বলেছেন, সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্য ইতিবাচক সমালোচনা এবং গুণমানসম্পন্ন বিতর্ক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা বলেছেন, সদনের শালীনতার ক্ষতি না করে স্বাস্থ্যকর বিতর্কের মাধ্যমে মানুষের উদ্বেগ উত্থাপন করা প্রতিটি সদস্যের দায়িত্ব। তিনি সদস্যদের আইন প্রণয়ন ক্ষমতার উন্নয়নে প্রযুক্তি ব্যবহারের ওপরও জোর দেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল এবং তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন। সমস্ত দলের নির্বাচিত বিধায়ক, সংসদ সদস্য, প্রাক্তন স্পিকার, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী এবং নাগরিকরা কর্মশালায় অংশ নিচ্ছেন। লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা আরও বলেছেন, নিয়ম ও পদ্ধতি বোঝার মাধ্যমে সদস্যদের উচিত সদনকে অর্থপূর্ণ সংলাপের জায়গা করে তোলা। আলোচনার মাত্রা বেশি হলে আরও ভালো আইন প্রণয়ন হবে এবং সদনের মর্যাদাও বাড়বে।

ভোট কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন ভোট কর্মী সহ নিরাপত্তা বাহিনী

আগরতলা,১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ১৬ ফেব্রুয়ারি ত্রিপুরায় ত্রয়োদশ বিধানসভা নির্বাচনের ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু হবে। বুধবার সকালে থেকেই দায়িত্বপ্রাপ্ত ভোট কর্মীরা সহ নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশ ও আধা সামরিক বাহিনীর যার যার ভোট কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন ।শান্তি পূর্ণ নির্বাচন সংগঠিত করতে জোরদার করা হয়েছে রাজ্যের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ।গোটা রাজ্যে মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী।

এদিন ভোটকর্মীরা পশ্চিম জেলার বিভিন্ন কেন্দ্রের জন্য আগরতলা উমাকান্ত একাডেমি স্কুল চত্ত্বর থেকে ইভিএম সহ বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে রওনা হয়েছেন ভোট কেন্দ্রের উদ্দ্যেশে ।পাঁচজন ভোট কর্মী সহ নিরাপত্তা কর্মীরা গন্তব্যেস্থলের উদ্দ্যেশে রওনা দিয়েছে ।কাল সকাল ৭ টা থেকে শুরু হবে ভোট গ্রহণ বলে জানিয়েছেন রিটানিং অফিসার অরুপ দেব।

সাথে তিনি আরো জানিয়েছেন,প্রতিটি কেন্দ্রেই রয়েছে দুটি করে মডেল ভোট সেন্টার ।সেগুলি পরিচালনা করার দায়িত্বে থাকবেন মহিলা ভোট কর্মীরা ।ভোট গ্রহণ পর্ব শেষ হওয়ার পর ইভিএম মেশিন নিয়ে পুনরায় উমাকান্ত স্কুল এসে জমা দেবেন বলে জানান রিটানিং অফিসার। সার্বিক ভাবে পরিস্থিতি শান্তি পূর্ণ রয়েছে বলে জানান তিনি।

রাজ্যে ৩,৩৩৭টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে তার সবকটিতেই কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনী মোতায়েন করা থাকবে। এর জন্য রাজ্যে আনা হয়েছে ৪০০ কোম্পানি নিরাপত্তা বাহিনী বলে জানান নির্বাচন কমিশন ।সিআরপিএফ ,বিএসএফ ,এস এস বি ,আইটিবিটি সহ ৬টি বাহিনী জওয়ানদের রাখা হবে ভোট কেন্দ্রের পাহারায় ।ভোট কেন্দ্রের বাইরে মোতায়েন থাকবে টি এস আর ,অসম ,গুজরাত ,মহারাষ্ট্র ও সিকিম পুলিশ বলে জানান কমিশন। যে সমস্ত ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে পৌঁছতে ৩০ মিনিটের বেশি সময় লাগে সেখানে দ্বিগুণ বাহিনী মোতায়েন করা হবে। সীমান্তবর্তী এবং নিরাপত্তার দিক দিয়ে স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতেও দ্বিগুণ নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হবে বলেন জানিয়েছেন জাতীয় নির্বাচন কমিশন।

নিরাপত্তা দায়িত্বে থাকা পুলিশ ও আধা সামরিক বাহিনী নিজ নিজ কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন। শান্তি পূর্ণ নির্বাচন সংগঠিত করতে সমস্ত ধরণের ব্যবস্থাপনা হাতে নিয়েছেন জাতীয় নির্বাচন কমিশন।

তুরস্ক-সিরিয়ায় ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা ৪১ হাজারের গণ্ডি ছাড়াল

আঙ্কারা, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ধ্বংসস্তুপ যত সরছে ততই বেরিয়ে আসছে একের পর এক বরফ জমাট বাঁধা লাশ। তুরস্ক ও সিরিয়ায় গত ৬ ফেব্রুয়ারি সোমবারের ভয়াবহ ভূমিকম্পে লাশের পাহাড় জমছে। উদ্ধারকার্যের দশম দিনে মৃতের সংখ্যা ৪১ হাজারের গণ্ডি ছাড়িয়েছে। তার মধ্যে শুধু তুরস্কেই প্রাণ হারিয়েছেন ৩৫ হাজার ৪১৮ জন। আর সিরিয়ায় মৃত্যু হয়েছে ৫ হাজার ৮০০ জনের। যেভাবে মৃতদেহ উদ্ধার হচ্ছে তাতে মৃতের সংখ্যা ৫০ হাজারের গণ্ডি ছাড়ানো এখন শুধুই সময়ের অপেক্ষা।

বুধবার সকালে স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে, তুরস্কে ধ্বংসস্তুপ সরিয়ে যত মানুষকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা হচ্ছে তার চেয়ে বেশি মানুষের নিথর লাশ উদ্ধার হচ্ছে। ঘড়ির কাঁটা যত গড়াচ্ছে ততই ধ্বংসস্তুপের নিচে চাপা পড়ে থাকা মানুষের বেঁচে থাকার আশা ক্ষীণ হয়ে আসছে। মঙ্গলবার উদ্ধারকার্যের নবম দিনে মাত্র তুরস্ক ও সিরিয়ায় মাত্র নয়জনকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন উদ্ধারকারীরা। ভূমিকম্পের ২০৫ ঘন্টা বাদে এক মহিলাকে ধ্বংসস্তুপের নিচ থেকে উদ্ধার করেছেন ইউক্রেনের উদ্ধারকারীরা।

গত ৬ ফেব্রুয়ারির ভয়াবহ ভূমিকম্পে ঘরবাড়ি হারিয়ে উদ্বাস্তু হয়ে পড়েছেন কয়েক লক্ষ মানুষ। প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্তদের কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণ ত্রাণ পৌঁছচ্ছে না। ফলে ক্ষোভ ক্রমশ দানা বাঁধছে। যদিও ন্যাটো জোটের পক্ষ থেকে তুরস্কের ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য এক হাজার কন্টেনার ত্রাণ সামগ্রী পাঠানোর কথা জানানো হয়েছে।

ট্যাংরার চিংড়ি ব্যবসায়ীর বাড়িতে আয়কর হানা

কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : পূর্ব কলকাতার ট্যাংরায় চিংড়ি ব্যবসায়ীর এক অভিজাত আবাসনে হানা দেয় আয়কর আধিকারিকরা। বুধবার সকাল প্রায় সাড়ে ন'টা নাগাদ হানা দেয় আয়কর আধিকারিকরা।

মোট চারটি গাড়িতে আয়কর দফতরের কর্তারা কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের সঙ্গে নিয়ে ওই আবাসনে পৌঁছান। সেখানে এক মৎস্য ব্যবসায়ীর বাড়িতে হানা দেন আধিকারিকরা। সূত্রের খবর, ওই ব্যবসায়ীর দেশ-বিদেশের চিংড়ির ব্যবসা রয়েছে। জানা যাচ্ছে, ওই ব্যবসায়ীর নাম মামরাজ আলি। শেষ পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, এখনও ওই আবাসনের ভিতরেই রয়েছেন আয়কর আধিকারিকরা। প্রায় চার ঘণ্টা ধরে অভিযান চলছে আয়কর দফতরের। কী কারণে এই আয়কর হানা সেই বিষয়টি এখনও স্পষ্ট নয়। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে আয়ের হিসেব সংক্রান্ত বিষয়গুলি খতিয়ে দেখছেন তাঁরা।

যা চলছে, তা হেনস্থা ছাড়া কিছুই হচ্ছে না : নওশাদ সিদ্দিকী

কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : এখনও জামিন মেলেনি ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীর। এদিন দুপুরে ব্যাঙ্কশাল আদালতে পেশ করা হয়েছে নওশাদ সিদ্দিকীকে। প্রিজন ভ্যানে করে নিয়ে আসা হয় বিধায়ককে। প্রিজন ভ্যান থেকে নামার সময় নওশাদ বললেন, 'আমার বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রমাণ দেখাতে পারবে না। কাউকে মারধর করতে বলা হচ্ছে, এমন একটি শব্দও দেখাতে পারবে না। যা চলছে, তা হেনস্থা ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে এই হেনস্থা করে নওশাদ সিদ্দিকীর আইএসএফকে বা বাংলার বঞ্চিত মানুষকে আটকাতে পারবে না।'

রাজ্য বাজেট ২০২৩ : লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের আওতায় ষাটোর্ধ মহিলারাও

কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ষাটোর্ধ যে সমস্ত মহিলারা বিধবা ভাতা পান না, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে তাঁদের বরাদ্দ বাড়ল। ৫০০-র বদলে মাসিক এক হাজার টাকা পাবেন তাঁরা। সরাসরি পেনশনের আওতায় চলে আসবেন তাঁরা।রাজ্য বাজেটে বড় ঘোষণা অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের।

রাজ্যের মহিলাদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে চালু হয়েছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প। এই প্রকল্পে তফসিলি জাতি-উপজাতির মহিলাদের জন্য মাসিক ১০০০ টাকা ও অন্যান্য মহিলাদের জন্য ৫০০ টাকা পেতেন। তবে এই ভাতা পেতেন ২৫-৬০ বছর বয়সিরা। এবার সেই প্রকল্পের আওতায় এলেন যাটোর্ধ মহিলারাও। এতদিন ৬০ বছর পেরিয়ে গেলে তাঁরা পেতেন বার্ধক্য ভাতা। এবার ষাটোর্ধ মহিলারা বার্ধক্য ভাতা-সহ লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে মাসে ১ হাজার টাকা পাবেন।

রাজ্যের তরফে জানানো হয়েছে, ইতিমধ্যে ১ কোটি ৮৮ লক্ষ মহিলা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে সুবিধা পান। ৬০ বছর পরেও যাতে তাঁদের ভাতা বন্ধ না হয়, সেই লক্ষ্যে তাঁদের সরাসরি পেনশনের আওতায় আনছে রাজ্য। প্রতি মাসে তাঁরা ১ হাজার টাকা পেনশন পাবেন। ফলে তাঁদের আর আলাদা করে আবেদন করতে হবে না। এদিকে এই লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের প্রকল্পের বিরোধিতায় বিধানসভার বাইরে অভিনব প্রতিবাদ দেখালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

মার্চ থেকেই ৩ শতাংশ হারে ডিএ পাবেন রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা, আওতায় রয়েছেন অবসরপ্রাপ্তেরাও

কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : অবশেষে মহার্ঘ ভাতা ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। ঘোষণা মতো আগামী মার্চ মাসের বেতন থেকেই বর্ধিত ডিএ পাবেন রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা। অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, অতিরিক্ত ৩ শতাংশ ডিএ দেবে রাজ্য সরকার। সরকারি কর্মচারিদের পাশাপাশি পেনশনভোগীরাও এই সুবিধা পাবেন।

বকেয়া ডিএ নিয়ে এমনিতেই চাপে রয়েছে রাজ্য সরকার। বকেয়া না পেলে তাঁরা নির্বাচনের কাজে যাবেন না বলে নবান্ন এবং নির্বাচন কমিশনকে মঙ্গলবারই হুঁশিয়ারিই দিয়েছে সরকারি কর্মচারীদের সংগঠন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। আর তার পরের দিনই রাজ্য সরকার অতিরিক্ত ডিএ ঘোষণা করে দিল রাজ্য। তবে তাতে সরকারি কর্মীরা কতটা খুশি হবেন তা নিয়ে আশঙ্কা রয়েই গেল। কারণ, কর্মীরা কেন্দ্রীয় সরকারি হারে ডিএ-র দাবিতে আন্দোলন করছেন।

রাজ্য সরকারি কর্মীদের দাবি অনুযায়ী, ডিএ-র ক্ষেত্রে কেন্দ্রের তুলনায় অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা। কেন্দ্রীয় সরকার তাদের কর্মীদের জন্য আরও ৪ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা ঘোষণা করতে পারে শীঘ্রই। সেটা হলে নতুন ব্যবস্থায় কেন্দ্রের সঙ্গে বাংলার ডিএ-র ব্যবধান বেড়ে হবে ৩৯ শতাংশ। এই বকেয়া ডিএ-র দাবিতে শহিদ মিনারে দীর্ঘ দিন ধরে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন রাজ্য সরকারি কর্মীদের একাংশ। তবে বুধবারের ঘোষণার পরে বর্তমান বকেয়া রইল ৩২ শতাংশ।

দিল্লিতে লালকেল্লা এলাকায় আগুন, দমকলের চেষ্টায় আয়ত্তে

নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ফের আগুন আতঙ্ক রাজধানী দিল্লিতে, এবার আগুন লাগল দিল্লির লালকেল্লা এলাকায়। বুধবার উত্তর দিল্লির লালকেল্লা এলাকায় পুলিশ পোস্টে আগুন লাগে। তবে, আগুন ছড়িয়ে পড়ার আগেই দমকল কর্মীরা নিভিয়ে ফেলেন। দমকল জানিয়েছেন, সাবওয়ের ভিতরে আগুনের সূত্রপাত হয়, যেখানে বডি প্রোটেক্টর, লাঠি এবং দরজা-ফ্রেমের মেটাল ডিটেক্টর সংরক্ষণ করা হয়েছিল।

খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের মোট ৪টি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। কীভাবে আগুন লাগল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই অগ্নিকান্ডে কেউ হতাহত হননি।

গভীর রাতে আগুনে পুড়লো ১৫০ রাবার বাগান

আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারি(হি.স.): আগুনে পুড়ে ছাই ১২ জন মালিকের রাবার বাগান। ধারনা করা হচ্ছে, নাশকতার আগুনে পুড়ে ছাই রাবার বাগান ।বুধবার গভীর রাতে খয়েরপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত রানীবাজার থানাধীন তুলাকোনা এবং ভূমিহীন কলোনি ধুপছড়া এলাকায় ১৫০ কানি রাবার বাগান আগুনে পুড়ে ছাই হয়েছে ।ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ২কোটি টাকা হবে বলে জানান রাবার বাগানের মালিকরা। রাবার বাগানের জৈনিক মালিক জানিয়েছেন, আজ সকালে ১২ জন মালিক যার যার রাবার বাগানে এসে দেখতে পায় আগুন লাগার দৃশ্য ।তাঁদের চেঁচামেচিতে এলাকার সানীয়রা জড়ো হয়। খবর দেওয়া হয় দমকল বাহিনীকে ।সাথে সাথে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে দমকল কর্মীরা। প্রতিবেশী সহ দমকলবাহিনীর দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে ।কিন্তু ততক্ষনে রাবার বাগান আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে ।তিনি আরো জানিয়েছেন ,১৫০ কানি রাবার বাগান আগুনে পুড়ে ছাই হয়েছে ।অগ্নিকান্ডে ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ২কোটি টাকা হবে বলে জানান তিনি। ধারণা করা হচ্ছে, নাশকতার আগুনে পুড়েছে রাবার বাগানটি ।কিন্তু এ বিষয়ে রাবার মালিকরা নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারেননি।

রাজ্য বাজেট ২০২৩ : মৎস্যজীবীদের অকাল মৃত্যুতে 'মৎস্যজীবী বন্ধু'

কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : রাজ্য সরকার নতুন প্রকল্প মৎস্যজীবী বন্ধু চালু করছে। বুধবার বিধানসভায় রাজ্যের মৎস্যজীবীদের জন্য নতুন প্রকল্পের ঘোষণা করেন অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। মৎস্যজীবীদের অকাল মৃত্যুতে 'মৎস্যজীবী বন্ধু' প্রকল্পের আওতায় রাজ্য সরকারের তরফে ২ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে বলে জানালেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী।

বিধানসভায় অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বাজেট পেশের সময় জানান, রাজ্য সরকার নতুন প্রকল্প মৎস্যজীবী বন্ধু চালু করছে। মৎস্যজীবীদের অকাল মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ বাবদ তাঁদের পরিবারকে এককালীন সাহায্য করা হবে। ২ লাখ টাকা আর্থিক সাহায্য করা হবে বলে জানান তিনি। ১৮ থেকে ৬০ বছর বয়সী মৎস্যজীবী মারা গেলে তাঁর পরিবার এই আর্থিক সাহায্য পাবে বলে জানান তিনি।

উল্লেখ্য এর আগে কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের আদলে রাজ্য সরকার চালু করেছিল মৎস্যজীবী ক্রেডিট কার্ড। এই প্রকল্পে সরকারের লক্ষ্য ছিল, দরিদ্র মৎস্যজীবীদের আর্থিক সহযোগিতা। প্রথম দফায় রাজ্যের প্রায় ৬ লাখ মৎস্যজীবীকে এই ক্রেডিট কার্ড দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছিল। দুয়ারে সরকার প্রকল্পের মাধ্যমে মৎস্যজীবী ক্রেডিট কার্ডে সর্বোচ্চ ২ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ মিলত। সেই কর্মসূচির পর এবার অকালে কোনও মৎস্যজীবীর মৃত্যু হলে তাঁর পরিবারের পাশে দাঁড়াতে উদ্যোগী হল রাজ্য। ১৮ থেকে ৬০ বছর বয়সী মৎস্যজীবীর মৃত্যু হলে তাঁর পরিবারকে ২ লাখ টাকা আর্থিক সাহায্য করা হবে।

চেতলায় বস্তিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, ভস্মীভূত তিনটি ঝুপড়ি

কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): কলকাতার চেতলার লকগেট সংলগ্ন বস্তিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে তিনটি ঝুপড়ি। বুধবার সকাল ১০টা নাগাদ এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার সকাল ১০টা নাগাদ চেতলার লক গেটের হনুমান মন্দিরের কাছে বস্তিতে আগুন লাগে। প্রথমে একটি ঝুপড়িতে আগুন লাগে, ক্রমে তা আশেপাশের অন্য ঝুপড়িগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়রা তড়িঘড়ি আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। ঘটনার খবর দেওয়া হয় দমকল বাহিনীকেও। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয় একে একে দমকলের তিনটি ইঞ্জিন।

স্থানীয়দের দাবি, দমকল কর্মীরা আসার আগে তারা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়েছেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। তিনি ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে কথা বলেন। ক্ষতিগ্রস্তরা জানান, ঝুপড়ি ঘরের মধ্যে তকাঁদের খাবার সহ অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস ছিল। আগুন লাগার ফলে সব পুড়ে গিয়েছে। এমনকি নথিপত্র যা ছিল তাও অগ্নিকাণ্ডের ফলে পুড়ে গিয়েছে বলে জানিয়েছেন তাঁরা।

ফিরহাদ হাকিম জানান, তিনটে ঘর পুড়ে গিয়েছে। পাড়ার ছেলেরা তৎপরতার সঙ্গে কাজ করে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন। ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। মেয়র জানিয়েছেন, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ পুরসভার তরফ থেকে দেখা হবে এবং সম্পূর্ণভাবে সহযোগিতা করা হবে পুরসভার তরফে। অন্যদিকে কীভাবে এদিন আগুন লাগল তা স্পষ্ট নয়। গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন দমকলের আধিকারিকরা।

ফিজি-র উপ-প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ জয়শঙ্করের, পুজো দিয়েছেন শ্রী শিব সুব্রহ্মণ্য স্বামী মন্দিরে

নাদি, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ফিজি-র উপ-প্রধানমন্ত্রী বিমান প্রসাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। বুধবার ফিজি-র উপ-প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর টুইট করে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর জানিয়েছেন, ফিজি-র উপ-প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আনন্দিত। উন্নয়ন সহযোগিতার মাধ্যমে আমাদের দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ককে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

পাশাপাশি ফিজি-র নাদিতে শ্রী শিব সুব্রহ্মণ্য স্বামী মন্দির পরিদর্শন করেছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। সেই মন্দিরে তিনি পূজার্চনাও করেছেন। টুইট করে এস জয়শঙ্কর জানান, আমার সংসদীয় সহকর্মীদের সঙ্গে ফিজিতে আমাদের প্রাণবন্ত সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের প্রত্যক্ষদর্শী হলাম।

জোরালো তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল নিউজিল্যান্ড, কম্পাঙ্ক ৬.১

ওয়েলিংটন, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : জোরালো তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল নিউজিল্যান্ড। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পে তীব্রতা ছিল ৬.১। নিউজিল্যান্ডের লোয়ার হাটের ৭৮ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে অনুভূত হয় ভূমিকম্প। হ্যারিকেন-বিধ্বস্ত নিউজিল্যান্ড বুধবার ৬.১ তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছে, ওয়েলিংটনের কাছেই কম্পন টের পাওয়া যায়।

৬.১ তীব্রতার ভূমিকম্পের গভীরতা ছিল ৪৮ কিলোমিটার গভীরে এবং কেন্দ্রস্থল ছিল প্যারাপারউমু শহর থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে ।ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত বেশি থাকা সত্ত্বেও ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

বরপেটার হাউলিতে সড়ক দুর্ঘটনা, হত যুবক

বরপেটা (অসম), ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : বরপেটা জেলার অন্তর্গত হাউলির কালঝাড় এলাকায় এক সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে জনৈক যুবকের। রাস্তায় একটি কুকুরকে বাঁচাতে গিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে সানিদুল ইসলাম। সানিদুল সরুক্ষেত্রির বস্তিপুর গ্রামের বাসিন্দা।

জানা গেছে, স্বগৃহ থেকে নিজের এএস ১৫ ইউ ৫১৯৬ নম্বরের মোটর বাইক নিয়ে হাউলি শহরে যাচ্ছিলেন সানিদুল ইসলাম এবং তাঁর আরেক সঙ্গী। কিন্তু রাস্তায় আচমকা তাঁর বাইকের সামনে এসে পড়ে একটি কুকুর। তাকে বাঁচাতে গিয়ে রাস্তায় ডিগবাজি খেয়ে উল্টে পড়েন দুই যুবক।

ইত্যবসরে এএস ০১ জিসি ৫২৬৪ নম্বরে যাত্রীবাহী একটি ম্যাজিক এসে দুই যুবককে পিষে নিয়ে যায়। এতে সানিদুল ইসলাম গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। একটি কুকুরের জন্য যুবক সানিদুলের মৃত্যুতে বরপেটা ও হাউলিতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ধুবড়িতে প্রধানমন্ত্রী খাদ্য সুরক্ষার বিনামূলের চাল পাচারের দায়ে গ্রেফতার চার

ধুবড়ি (অসম), ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ধুবড়ি জেলার অন্তর্গত ফকিরগঞ্জ পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার হয়েছে প্রধানমন্ত্রী খাদ্য সুরক্ষা যোজনার বিনামূল্যের চার চাল পাচারকারী। চালগুলি পাচারের সময় হাতেনাতে পাকড়াও করা হয়েছে যথাক্রমে ফকিরগঞ্জ থানা এলাকার বাউসকাটা গ্রামের আলি হুসেন আহমেদেরছেলে আমির হুসেন (২৩), একই গ্রামের তায়েব আলির ছেলে হামিদুল ইসলাম (১৯) এবং বেলডুবি গ্রামের নুর হুসেন মোল্লার ছেলে শাহজাহান মোল্লা (৫৮)-কে। ধৃত আরেকজন লক্ষ্মীপুর থানাধান বন্নাগুড়ি গ্রামের আব্দুল হামেদের ছেলে জহিরুল ইসলাম (২৭) বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

ধৃতদের হেফাজত থেকে পুলিশের অভিযানকারী দল ৫০ ব্যাগ প্রধানমন্ত্রী খাদ্য সুরক্ষা যোজনার চাল বাজেয়াপ্ত করেছে। পুলিশের তদন্তকারী অফিসার জানান, এরা দীর্ঘদিন ধরে সমবায় সমিতির চাল কম দামে কিনে কালোবাজারে বিক্রি করছিল।

ধৃত চার চাল চোরকে আজ ধুবড়ি বিচারবিভাগীয় আদালতে পেশ করে জেল হাজতে পাঠানো হবে বলে পুলিশের তদন্তকারী অফিসার জানিয়েছেন।

রাজ্যের নতুন তথ্য কমিশনার প্রাক্তন ডিজি বীরেন্দ্র, শুভেন্দুকে ছাড়াই সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকে

কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : রাজ্যের প্রাক্তন ডিজি বীরেন্দ্রকে মুখ্য তথ্য কমিশনার হিসেবে নাম ঠিক করা হয়েছে। বুধবার বেলায় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক শেষে এই খবর জানালেন পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টাপাধ্যায়। বিরোধী দলনেতার অনুপস্থিতিতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। প্রোটোকল অনুযায়ী, রাজ্যের মুখ্য তথ্য কমিশনার নিয়োগের জন্য মুখ্যমন্ত্রী, বিরোধী দলনেতা এবং পরিষদীয় মন্ত্রী বৈঠকে বসার কথা। প্রোটোকল মেনে বুধবার বিধানসভায় বৈঠক হয়। কিন্তু তাতে উপস্থিত ছিলেন না বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। যদিও আগেই তিনি টুইট করে জানিয়ে দেন যে, কেন এই বৈঠকে থাকবেন না। বস্তুত, ৬ মাসের বেশি সময় ধরে রাজ্যের মুখ্য তথ্য কমিশনারের পদটি খালি পড়ে ছিল। চলতি বছর ১৫ জন এই পদের জন্য আবেদন করেন। তাঁদের মধ্যে চার জন বয়সজনিত কারণে বাদ গিয়েছেন। এর পর ১১ জনের মধ্যে একজনকে বাছাইয়ের প্রক্রিয়া শুরু হয়। দৌড়ে এগিয়ে ছিলেন প্রাক্তন আমলা এবং পুলিশ কর্তারা। শেষে প্রাক্তন ডিজি বীরেন্দ্রকে নিয়োগ করা হয়েছে।

বৈঠক শেষে শোভনদেব জানান, ১০ জন এই পদের জন্য আবেদন করেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস অফিসার বীরেন্দ্রের নাম প্রাস্তাব করেন। তাঁকে চেয়ারম্যান হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে।

আরসিবিতে স্মৃতি-রিচাদের পরামর্শদাতা পদে সানিয়া মির্জা

বেঙ্গালুরু, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর (আরসিবি)-র মহিলা ক্রিকেট দলের পরামর্শদাতা হিসেবে নিযুক্ত হচ্ছেন টেনিস তারকা সানিয়া মির্জা। চলতি মাসেই দুবাই ওপেন খেলে টেনিস থেকে অবসর নেবেন তিনি। তারপরই ওই পদে যোগ দেবেন সানিয়া। আরসিবি-র তরফে এই খবর জানানো হয়েছে। সানিয়া বলেছেন, 'প্রস্তাব পেয়ে প্রথমে কিছুটা অবাক হয়েছিলাম। তবে এখন বেশ উত্তেজিত। আমি ছোট মেয়েদের বোঝাতেই চাই, খেলাধুলোকে পেশা হিসাবে বেছে নেওয়া যায়।'

টেনিস তারকার বক্তব্য, 'দীর্ঘ ২০ বছর টেনিস খেলে অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। আশা করি, তা দিয়ে ওদের মানসিকভাবে চাঙ্গা করে তুলতে পারব এবং আত্মবিশ্বাস তৈরি করতে পারব।' আগামী প্রজন্মকে স্বপ্নপূরণের পাঠ দেওয়ার পাশাপাশি প্রত্যাশার চাপ সামলানোর টিপসও দেবেন সানিয়া। প্রসঙ্গত, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের মহিলা ক্রিকেট দলে স্মৃতি মান্ধানা, রিচা ঘোষের মতো তারকারা রয়েছেন।

ফুটপাত দখলমুক্ত করতে অভিযান শিলিগুড়ি পুরনিগমের

শিলিগুড়ি, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ফুটপাত দখলমুক্ত করতে অভিযান শুরু করল শিলিগুড়ি পুরনিগম। বুধবার পুলিশের সহযোগিতায় পুরনিগমের প্রতিনিধিরা শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের সামনে থেকে ফুটপাত দখলমুক্ত করতে অভিযান শুরু করেন।

এদিন সকাল ৯টায় একবার নোটিশ করা হয় ফুটপাত থেকে সকলকে সরে যাওয়ার জন। এরপরও তাঁরা সেখান থেকে না সরলে ঘণ্টাখানেক পর পুলিশ ও পুরকর্মীরা এসে সমস্ত অবৈধ নির্মাণ সরিয়ে দেন। অভিযান চলাকালীন বেশ কয়েকজন পুলিশ ও পুরকর্মীদের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন বলে অভিযোগ। সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার জন্যে কয়েকজনকে আটক করে পুলিশ।

রাজ্য বাজেট ২০২৩: বাংলায় আসছে 'ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড

কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : রাজ্য সরকার আগেই স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড চালু করেছিল পড়ুয়াদের জন্য। এবার আসছে 'ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড'। বুধবার রাজ্য বিধানসভায় ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করেছেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। সেখানেই তিনি ঘোষণা করেছেন 'ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড' চালু হতে চলেছে আগামী অর্থবর্ষ থেকে। সেই ক্রেডিট কার্ডের দৌলতে ১৮ থেকে ৪৫ বছর বয়সী যুবক-যুবতী সংযুক্তি মূলক কর্মে ক্ষুদ্র উদ্যোগ সংস্থার স্থাপনের জন্য আর্থিক সহায়তা বাবদ ৫ লক্ষ টাকা আর্থিক ঋণ ব্যাঙ্ক থেকে পাবেন। রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ প্রকল্প ব্যয়ের ১০ু অর্থ হিসেবে সর্বোচ্চ ২৫ হাজার টাকা প্রদান করবে এবং ১৫ শতাংশ পর্যন্ত গ্যারান্টি দেবে। আপাতত ২ লক্ষ যুবক-যুবতীর হাতে এই ক্রেডিট কার্ড তুলে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। আর এই ক্রডিট কার্ড চালু হওয়ায় যারা স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড পাচ্ছিলেন না তাঁরাও লাভবান হবেন। কেননা এক্ষেত্রে এই ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে নিজের পায়ে যেমন তাঁরা দাঁড়াতে পারবেন তেমনি অনেক মানুষকে কাজও দিতে পারবেন।

ছত্তিশগড়ের সুকমায় ৩৩ জন নকশালের আত্মসমর্পণ

সুকমা, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ছত্তিশগড়ের সুকমা জেলায় পুলিশ সুপার সুনীল শর্মার উপস্থিতিতে তিন লাখ পুরস্কারের ৩৩ জন নকশাল আত্মসমর্পণ করেছে। মঙ্গলবার গভীর রাতে সুকমা জেলা পুলিশ এক বিবৃতিতে এই তথ্য দিয়েছে। আত্মসমর্পণ করা সমস্ত নকশালবাদীরা কিস্তারাম থানা এলাকায় বিভিন্ন নকশাল কার্যকলাপে জড়িত ছিল।

পুলিশ সুপার শর্মার মতে, গত সপ্তাহে জেলার সবচেয়ে নকশাল প্রভাবিত এলাকা টোন্ডামার্কা এবং ডাব্বামার্কায় নতুন নিরাপত্তা ক্যাম্প তৈরি করা হয়েছে। শিবির স্থাপনের পাশাপাশি এলাকায় যে উন্নয়নমূলক কাজ হচ্ছে তাতে প্রভাবিত হয়ে নকশালরা বিপুল সংখ্যক মূলধারায় যোগ দিচ্ছে। ডাব্বামার্কায় নতুন খোলা ক্যাম্পে আয়োজিত জনদর্শন শিবিরে বিপুল সংখ্যক গ্রামবাসীর উপস্থিতিতে ৩৩ জন নকশাল আত্মসমর্পণ করে।

পুলিশ সুপার শর্মা বলেছেন, যে সমস্ত নকশাল, যারা আত্মসমর্পণ করবে তাদের রাজ্য সরকারের পুনর্বাসন নীতির অধীনে সহায়তা এবং অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হবে। বস্তার রেঞ্জের পুলিশ মহাপরিদর্শক সুন্দররাজ পি-এর নেতৃত্বে নকশাল বিরোধী অভিযানের ইতিবাচক ফলাফল সামনে আসছে। পুলিশ কর্তারা জানান, ওই এলাকায় ক্যাম্প চালু হওয়ায় জল, বিদ্যুৎ, শিক্ষা, চিকিৎসা, টেলিযোগাযোগ ও সরকারি ভবন নির্মাণে গতি এসেছে। আত্মসমর্পণ করা নকশালরা বলছেন, উন্নয়নের সম্ভাবনার কথা ভেবেই নকশাল পথ ছেড়ে উন্নয়নের মূল স্রোতে যোগ দিচ্ছেন।

বিকেলে রাজ্যপাল যাচ্ছেন প্রধান বিচারপতির বাসভবনে

কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তবের বাসভবনে যাচ্ছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। রাজভবন সূত্রে জানা গিয়েছে, বিকেল সওয়া ৫টা নাগাদ রাজভবন থেকে রওনা দিতে পারেন রাজ্যপাল। রাজভবন সূত্রে জানা গিয়েছে, বিকেল সওয়া ৫টা নাগাদ রাজভবন থেকে রওনা দিতে পারেন রাজ্যপাল। উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে রাজ্যপালের সাক্ষাৎ এবং বৈঠকের মধ্যে কোনও অভিনবত্ব না থাকলেও, রাজ্যের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির নিরিখে এই ঘটনাকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন কেউ কেউ। গত কয়েকদিনে রাজ্য-রাজভবন সম্পর্ক নানা উত্থানপতনের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। রাজ্যপালের বাংলায় হাতেখড়ি অনুষ্ঠান কিংবা বাজেট অধিবেশনের প্রারম্ভিক ভাষণে রাজ্য সরকারের সঙ্গে রাজ্যপালের 'মসৃণ বোঝাপড়া'র দিকটিই প্রকাশ্যে এসেছিল। যদিও নতুন রাজ্যপালের ভূমিকায় 'সন্তুষ্ট' হতে পারেনি বিজেপি শিবিরের একাংশ। ঘটনাচক্রে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার রাজ্যপালের সঙ্গে বৈঠক করে আসার পর রাজ্যপাল রাজভবনের তরফে 'কড়া বিবৃতি' দিয়ে জানান, আইনশৃঙ্খলার প্রশ্নে 'যথাসময়ে সক্রিয় পদক্ষেপ' করা হবে।

ডি এ ঘোষণার তীব্র বিরোধিতা কর্মীসংগঠনের

কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : বাজেটে ডি এ ঘোষণার তীব্র বিরোধিতা করে বিবৃতি দিল স্টিয়ারিং কমিঠি অফ স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লইজ ইউনিয়নস অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েশনস।সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সংকেত চক্রবর্তী এই প্রতিবেদককে জানান, "পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের পক্ষ থেকে অত্যন্ত ক্ষোভের সংঙ্গে আমরা লক্ষ্য করলাম যে রাজ্য সরকার আজ তার বাজেট অধিবেশনে আগামী মার্চ মাস থেকে রাজ্য সরকারি কর্মচারী সহ অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের জন্য মাত্র ৩ শতাংশ হারে মহার্ঘভাতা ঘোষণা করেছে।আমাদের মহার্ঘভাতা পাওনা হয়েছে ৩৫ শতাংশ যদিও ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার তার কর্মচারীদের জন্য গত জানুয়ারী থেকেই পাবেন বলে আরও ৪ শতাংশ মহার্ঘভাতা ঘোষণা করে দিয়েছে।এই অবস্থায় রাজ্যে মাত্র ৩ শতাংশ মহার্ঘভাতা ঘোষণা নিঃসন্দেহে কর্মচারীদের সম্পূর্ণতই বঞ্চনার প্রকাশ, কাজেই আমরা এই ঘোষণার তীব্র বিরোধী।"এক প্রেস বিবৃতিতে তিনি জানিয়েছেন, "আমাদের সংগঠন মনে করে যে আমাদের হকের দাবি আদায়ের জন্য লড়াই ভিন্ন অন্য কোনো রাস্তা নেই। ইতিমধ্যেই আমরা সেই লড়াইতে সামিল আছি এবং অন্যেরাও তাদের মত করে করছে। আমরা চাই এবিষয়ে ঐক্যবদ্ধ লাগাতর ধারাবাহিক সংগ্রাম।আগামী ১৭ ই ফেব্রুয়ারি ৩০টি সংগঠনের যৌথমঞ্চের পক্ষ থেকে কলকাতার সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে দক্ষিণ বঙ্গের জেলাগুলোর সুবিশাল মিছিল করে আমরা রাজভবনে ডেপুটেশন ও বিধানসভা অভিযানের যে আহ্বান রেখেছি তাকে সর্বাত্মক সাফল্যমন্ডিত করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানাই। পাশাপাশি অন্যান্য জেলাতেও অনুরূপ কর্মসূচি হবে জেলাশাসকের দফতর অভিযানের মধ্য দিয়ে। স্টিয়ারিং কমিটি মনে করে এখন সময় এসেছে বর্তমান স্বৈরাচারী এই সরকারের জনবিরোধী চরিত্রকে তুলে ধরতে গণতান্ত্রিক সকল মানুষও এগিয়ে আসবেন।"

বাংলা নিয়ে প্রবন্ধ ও হস্তাক্ষর প্রতিযোগিতা

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : কার্মেল হাই স্কুলের সপ্তম শ্রেনীর দুই ছাত্রী শরণ্যা রায়চৌধুরী ও কাজী জাহির ইবনাত, বিনোদিনী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের নবম শ্রেনীর অহনা দাস, এ কে মিত্র হাই স্কুলের নবম শ্রেনীর বর্ষা দাস এদের মত ৪৭ জন পড়ুয়া বুধবার সমবেত হয়েছিল একটা পরীক্ষায়। কে, কতটা গুছিয়ে ভাবতে পারে, লিখতে পারে, হাতের লেখা কতটা আকর্ষণীয় বিচার্য বিষয় ছিল সেটাই।আসলে মাতৃভাষা দিবস নিয়ে শুরু হয়েছে বিস্তর আলোচনা। আমরা জীবনের সঙ্গে কতটা ধরে রাখতে পারছি মাতৃভাষাকে, এ নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।বুধবার বিপ্লবতীর্থ চট্টগ্রাম স্মৃতিসংস্থার প্রতিষ্ঠাদিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে 'বাংলা প্রবন্ধ ও হস্তাক্ষর প্রতিযোগিতা'-র আয়োজন করা হয়েছিল শহীদ সূর্য সেন ভবনে, (৪৩২, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, যোধপুর পার্ক, কলকাতা-৭০০০৬)।বিভাগ "ক"- অষ্টমশ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র / ছাত্রীদের জন্য বিষয় ছিল "বাংলা আমার মায়ের ভাষা'। এতে অংশ নেয় ১৮ জন। নবম ও দশম শ্রেণীর পড়ুয়াদের জন্য বিষয় : "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার স্বীকৃতি লাভে বাংলা ভাষা"। এতে অংশ নেয় ২৯ জন। দুই পর্যায়েই লেখার সময় ও শব্দসংখ্যা ধার্য ছিল যথাক্রমে ৪৫ মি. ও ২৫০। অংশগ্রহনকারীদের সিংহভাগই ছিল ছাত্রী।বাচ্চাদের এবং তাদের সঙ্গে আসা দিদিমনি ও অভিভাবকদের জন্য ছিল সামান্য আপ্যায়নের ব্যবস্থা। উভয় বিভাগের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারিদেরকে পুরস্কৃত করা হবে ও প্রত্যেক প্রতিযোগীকে শংসাপত্র দেওয়া হবে ২১শে ফেব্রুয়ারী ২০২৩, মঙ্গলবার, বিকেল ৫টায় শহীদ সূর্য সেন মঞ্চে। সংস্থার সভাপতি লীলা পুরকায়স্থ জানান, সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে এভাবেই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য মাতৃভাষার চর্চা জাগরুক করতে আমরা এই চেষ্টা করেছি।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগে বরাদ্দ ৫১৬৬.৯৯

কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : বিজেপিশাসিত কেন্দ্র সরকার যখন এক ধাক্কায় সংখ্যালঘুদের উন্নয়ন ও মাদ্রাসা শিক্ষায় বাজেট বরাদ্দ কমিয়ে দিয়েছে, আর পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের পাশে দাঁড়ালেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে সংখ্যালঘুদের উন্নয়নে ৫১৬৬.৯৯ কোটি টাকা বরাদ্দের কথা প্রস্তাব করা হয়েছে। বুধবার বিধানসভায় বাজেট পেশের সময় এই ঘোষণা করেন রাজ্যের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।

সম্প্রতি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোট পাওয়ার জন্য মুসলিমদরদি সেজেছে বিজেপি। যা কার্যত বোগাস। কারণ বিজেপি শাসিত কেন্দ্র সরকার সম্প্রতি সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের স্কলারশিপ বন্ধ করে দিয়েছে। কেন্দ্রের এমন সিদ্ধান্তের পর রাজ্যের তরফে সংখ্যালঘু পড়ুয়াদের স্কলারশিপ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রসঙ্গত ২০২১ সালে রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে সংখ্যালঘুদের বিপুল জনসমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। যার ফলে এই অনগ্রসর সম্প্রদায়ের উন্নয়নের প্রতি গুরুত্ব দেন তৃণমূল নেত্রী। উল্লেখ্য ২০২২ সালের বাজেটের থেকে চলতি বছরে বাজেটে সংখ্যালঘু উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। গত বছর এই খাতে রাজ্য সরকার বরাদ্দ করেছিল ৫ হাজার ৪ কোটি ৫ লাখ টাকা।

পঃবঙ্গ বাজেটে কৃষিজ বিপনন থেকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি

কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : আজ বিধানসভায় রাজ্যের বাজেট পেশ করলেন অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। এবারের বাজেটে কৃষিজ বিপনন খাতে গত বারের বাজেটে বরাদ্দ করা হয়েছিল ৪০৩.৩০ কোটি টাকা। এবারের রাজ্য বাজেটে ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে ৪১৩.৪৩ কোটি টাকা।

কৃষি বিভাগে গত আর্থিক বছরে যেখানে বরাদ্দের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল ৯৩১কোটি টাকা। ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরে সেখানে বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে ৯৫৯.৩২ কোটি টাকা। অর্থাৎ বিপুল বরাদ্দ বেড়েছে কৃষি খাতে।অনগ্রসরশ্রেণি কল্যাণ খাতে গত আর্থিক বছরে অনগ্রসরশ্রেণি কল্যাণ বিভাগে ব্যয়বরাদ্দ হিসেবে ধরা হয়েছিল ২১৭৮.৮২ কোটি টাকা। যা কিনা ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরে বেড়ে হয়েছে ২২৪২.৫৮ কোটি টাকা।স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ খাতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগে ২০২২-২৩ বছরের বাজেট বরাদ্দ হয়েছিল ১৭,৫৭৬ কোটি টাকা। যা কিনা আগামী আর্থিক বছরের জন্য ধরা হয়েছে ১৮, ২৬৪.৬২ কোটি টাকা।এদিকে, নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে যখন তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি সেই সময় রাজ্যের স্কুল শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়াল সরকার। বুধবার রাজ্যের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বিধানসভায় বাজেট পেশ করার পর দেখা যায় গত বছরের তুলনায় চলতি বছর বাজেটে স্কুল শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে বিদ্যালয় শিক্ষাখাতে বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে ৩৭০৭৫.০৫ কোটি টাকা। গত বছর অর্থাৎ ২০২২ সালে এই খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৩৫ হাজার ১২৬ কোটি ১৩ লাখ টাকা। স্কুল শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর পাশাপাশি উচ্চ শিক্ষা বিভাগেও বিপুল বরাদ্দের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বুধবারের বাজেটে। এদিনের বাজেটে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য উচ্চশিক্ষা বিভাগে বাজেট বরাদ্দ করেন ৬০৫০.৫০ কোটি টাকা। রাজ্যের জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগ বরাদ্দ ৩৯৬.৪০ কোটি টাকা। একইসঙ্গে কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন বিভাগে বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে ১৩৩০.৮৯ কোটি টাকা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং জৈব প্রযুক্তি বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৭৫৪.১১ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব এদিন প্রস্তাব দিয়েছেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।

কমিশন

● তৃতীয় পাতার পর

বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে২৬ আশবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের রিটার্নিং অফিসার বলেন, আজকে থেকে শুরু হয়েছে ৪৮ ঘন্টার সময়সীমা। এখন থেকে আর কোন বহিরাগত রাজ্যে থাকতে পারবেনা। কড়া পদক্ষেপ নেবে নির্বাচন কমিশন। এছাড়াও রাজনৈতিক দলগুলো তাদের যে পোলিং বুথগুলি তৈরি করবে সেগুলি ২০০ মিটারের বাইরে একটি টেবিলে দুটো চেয়ার একটি ছাতা এবং সেখানে কোন খাবারের ব্যবস্থা থাকতে পারবে না। সেখান থেকে শুধু রাজনৈতিক দলগুলির প্রতীক ছাড়া ক্রমিক নং সহ স্লিপ দিতে পারবে।

সীমান্ত সীল

● তৃতীয় পাতার পর

বাহিনী বিজিবির সঙ্গেও বিএসএফের কর্মকর্তারা কথা বলেছেন। কোন ধরনের অনুপ্রবেশ কিংবা অপ্রীতিকর ঘটনা সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে বিএসএফের সঙ্গে কথা বলে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। নিরাপত্তায় কোন ধরনের ঘাটতি নেই। ভোট করব শান্তিপূর্ণ করার লক্ষ্যেই বিএসএফ এ ধরনের কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বলে জানিয়েছেন বিএসএফের অধিকারিক।

উত্তেজনা

● তৃতীয় পাতার পর

আক্রমণের ঘটনা সংঘটিত হয় সেখানে প্রশাসনে খবর থাকা সত্ত্বেও সেই এলাকা গুলিতে যায়নি প্রশাসন। শুধুমাত্র শহরের প্রাণকেন্দ্র গুলোতে জেলা শাসক এবং জেলা পুলিশ সুপার সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা পেট্রোলিং করে নিজেদের সক্রিয়তা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ। মঙ্গলবার রাতে বিশালগড় ছিল সমাজদ্রোহীদের কবলে। প্রশাসন ছিল কুম্ভনিদ্রায়। ফলে নির্বাচন কমিশনের ঘোষণা অনুযায়ী শান্তিপূর্ণ ভোট প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে প্রশাসন কতটুকু নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করবে তা নিয়ে প্রশ্ন আমজনতার অন্দরে।

প্রদ্যোত

● তৃতীয় পাতার পর

বিকৃত করে সংবাদমাধ্যম প্রচারিত করে বিভ্রান্ত করেছে।

তিনি এদিন স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন যতদিন পর্যন্ত রাজ্যের জনজাতিদের অধিকার সাংবিধানিক উপায়ে আদায় করতে না পারবেন ততদিন পর্যন্ত তিনি আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। তবে তিনি সরাসরি নির্বাচনে নরবেন না বলেও জানিয়ে দিয়েছেন। তিপরা মথা তার নিজের হাতে গড়া দল। দলের হয়ে তিনি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কাজ করবেন বলে জানান।

আবগারী

● তৃতীয় পাতার পর

করা হয়েছে ৮ জনকে। মামলা দায়ের করা হয়েছে ৯ টি। পশ্চিম জেলার আবগারি দপ্তরের কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে এই সংবাদ জানান পশ্চিম জেলার আবগারি দপ্তরের সুপারেন্টেনডেন্ট কাজল দত্ত।

১০০ দিনের কাজে বরাদ্দ ছাঁটাই নিয়ে কেন্দ্রকে তুমুল আক্রমণ চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের

কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : বিধানসভায় রাজ্যের বাজেট পেশ করলেন অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। বাজেট পেশ করতে গিয়ে একশো দিনের কাজে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়ায় কেন্দ্রকে আক্রমণ করেন তিনি। এদিন বাজেট ভাষণে একশো দিনের কাজের প্রকল্পে বাংলার বরাদ্দ ছাঁটাই এবং মিড-ডে মিলে কম অর্থ বরাদ্দের বিষয়টি বিশদে উল্লেখ করেছেন। বাজেট পেশের সময় চন্দ্রিমা বলেন, একশো দিনের কাজের প্রকল্পে গ্রামীণ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট বরাদ্দ হ্রাস করাটা ন্যক্কারজনক সিদ্ধান্ত। গত বছর এই খাতে ৮৯ হাজার ৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল।

দুর্ঘটনার কবলে জুন মালিয়ার গাড়ি, সুস্থ আছেন অভিনেত্রী

উলুবেড়িয়া, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : কলকাতা থেকে মেদিনীপুর যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার কবলে মেদিনীপুরের বিধায়ক জুন মালিয়ার গাড়ি। বুধবার সাড়ে তিনটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। এদিন মুম্বই রোডে একটি হনুমান বিধায়কের গাড়ির সামনে পড়ে যায়। মুহূর্তেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন গাড়ির চালক। ঘুরে যায় গাড়ির মুখ। তবে বিধায়কের তেমন কিছু ক্ষতি হয়নি বলে জানা যাচ্ছে। ডিভাইডার টপকে গাড়ি কলকাতামুখী রাস্তায় চলে আসে। গাড়ির চারটি টায়ার ফেটে যায়। সেই আওয়াজেই ছুটে আসেন আশেপাশের লোকজন। ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় গোটা এলাকায়।পুলিশ কর্তারা জানিয়েছেন আপাতত সুস্থ আছেন অভিনেত্রী।

ঘটনা প্রসঙ্গে গাড়ির চালক শিবেন্দ মালিয়া বলেন, "সামনে পাইলট কার ছিল। তা থেকে কয়েক মিটার দূরে যাচ্ছিলাম আমরা। বিধায়ক গাড়ির সামনে চালকের পাশের আসনে বসেছিলেন। পিছনের আসনে সিকিউরিটি গার্ডেরা ছিলেন। আচমকা রাস্তায় এই কাণ্ড ঘটে গেল।" প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বৃহস্পতিবার প্রশাসনিক সভা করার জন্য বুধবারই রওনা দিয়েছেন মেদিনীপুরের উদ্দেশ্যে। সেখানেই জুনের যাওয়ার কথা ছিল।এদিকে যে সময় দুর্ঘটনাটি ঘটে তখন গাড়ির গতি ৮০ থেকে ৯০ কিলোমিটার বেগে ছিল বলে জানা যাচ্ছে। উলুবেড়িয়ার জোড়া কলতলার কাছে মুম্বই রোডে হঠাৎ একটি হনুমান লাফিয়ে গাড়ির সামনে পড়ে। তাকে বাঁচাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন গাড়ির চালক। গাড়িটি ডিভাইডার টপকে কলকাতামুখী রাস্তায় চলে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশের কর্তারা। অভিনেত্রীকে পুলিশই তাঁদের গাড়ি করে বাগনান থানার অন্তর্গত একটি রিসর্টে এ নিয়ে যান। সেখান থেকেই ফের মেদিনীপুরের উদ্দেশে রওনা দেন তিনি।

বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের বরাদ্দ বেড়ে হল বছরে ৭০ লক্ষ টাকা

কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের বরাদ্দ বৃদ্ধি করল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার । বুধবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় পেশ করা হয় ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের বাজেট । সেখানেই এই নিয়ে ঘোষণা করেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। তাঁর ঘোষণা অনুযায়ী, এর আগে বছরে ৬০ লক্ষ টাকা করে পেতেন বিধায়করা । তা আরও ১০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হল । এর ফলে আগামী অর্থবর্ষ থেকে বিধায়করা নিজের এলাকার উন্নয়নে সর্বোচ্চ ৭০ লক্ষ টাকা খরচ করতে পারবেন ।এদিন বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেছেন, "আমি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে 'বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প' কর্মসূচিতে এলাকা উন্নয়নের খাতে বিধায়ক প্রতি বরাদ্দ বাৎসরিক ৬০ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৭০ লক্ষ টাকা করা হবে । এই বৃদ্ধি কার্যকর হবে আগামী অর্থবর্ষ থেকে ।" এই বরাদ্দ বৃদ্ধির জন্য রাজ্য সরকারের কত টাকা খরচ হতে চলেছে, সেই বিষয়টিও বাজেট ভাষণে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী । তিনি বলেন, "এই খাতে আমি ৩০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি ।" রাজনৈতিক মহলের মতে, সামনেই পঞ্চায়েত নির্বাচন । পরের বছর রয়েছে লোকসভা নির্বাচন । তার আগে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের অর্থ নিয়ে সমস্যা হলে উন্নয়নের কাজ যদি বন্ধ না হয় এবং আরও বেশি টাকা খরচ করা যায়, সেই বিষয়টি মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ।

বাজেটে উত্তরবঙ্গ একাধিক উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ

কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : রাজ্য রাজনীতিতে বিজেপির উত্থান উত্তরবঙ্গের গুরুত্ব অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছে। কেননা ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে তাঁরা যেমন সেখানকার ৮টি আসনের মধ্যে ৭টিতেই জয়ী হয়েছিল তেমনি ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তাঁরা উত্তরবঙ্গের ৫৪টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে ৩০টি আসনে জয়ী হয়। যদিও সেই নির্বাচনের পরে হওয়া শিলিগুড়ি পুরনিগমের নির্বাচন কিংবা শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের নির্বাচনে বিজেপিকে মুখ থুবড়ে পড়তেও দেখা গিয়েছে। এমনকি পুরসভা নির্বাচনেও তাঁরা আর কোনও ভেলকি দেখাতে পারেনি। কিন্তু সেই নির্বাচনের পরেও বিজেপির একের পর এক নেতা, সাংসদ, বিধায়ক যেমন রাজ্য ভাগের দাবি তুলছে তেমনি তাঁরা বার বার সরব হয়েছে উত্তরবঙ্গ বঞ্চিত থাকছে। বুধবার ছিল রাজ্য বাজেট। এদিন সেই বাজেটেই কিন্তু উত্তরবঙ্গের জন্য একাধিক উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ নিতে দেখা গিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে। এদিনের বাজেটে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের জন্য ৮২৩.২৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এই টাকা উত্তরবঙ্গের পার্বত্য এলাকা বাদে বাকি ৫১টি বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য বরাদ্দ হয়েছে। রাজ্যের স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দফতরের জন্য ১৩ হাজার ৬৮৬.০৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

উত্তর দিনাজপুরে বাঁশ বাগান থেকে উদ্ধার হল নিখোঁজ ব্যক্তির দেহ

রায়গঞ্জ, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): উত্তর দিনাজপুরে চারদিন ধরে নিখোঁজ থাকার পর বাঁশ বাগান থেকে উদ্ধার হল এক ব্যক্তির ফাঁস লাগানো দেহ। রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে জেলার রায়গঞ্জের ১১ নম্বর বিরঘই অঞ্চলের মহিষবাথান এলাকায়। মৃত ওই ব্যক্তির নাম ললিত বর্মন (৫৭)। স্থানীয়দের অনুমান, ওই ব্যক্তিকে কেউ বা কারা খুন করে ঝুলিয়ে দিয়েছে। যদিও ময়নাতদন্তের পর বিষয়টি জানা যাবে।

জানা গিয়েছে, ললিত বর্মন দিনমজুরের কাজ করতেন। মেয়ের বিয়ে দেওয়ার পর স্বামী-স্ত্রী গ্রামেই থাকতেন। গ্রামের মানুষের দাবি, খুব রসিক মানুষ ছিলেন তিনি। সবার সঙ্গে ভালো সম্পর্ক ছিল। তাই কিভাবে মৃত্যু হল তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। তাঁর শরীরে একাধিক ক্ষতের দাগ রয়েছে। গত ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে নিখোঁজ ছিলেন তিনি। এরপর এদিন তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ায় স্বভাবতই মৃত্যুর কারণ নিয়ে নানারকম প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। রায়গঞ্জ থানার আইসি সৌরভ সেন বলেন, 'ময়নাতদন্ত হয়েছে। রিপোর্ট পাওয়ার পর বলা যাবে আসল ঘটনা। তবে আমরা তদন্ত শুরু করেছি।'

আত্যাচারের অভিযোগ, কর্তৃপক্ষের সঙ্গে হাতাহাতি বাঁকুড়ার নেশামুক্তি কেন্দ্রের আবাসিকদের

বাঁকুড়া, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বাঁকুড়ার নেশামুক্তি কেন্দ্রের বিরুদ্ধে উঠল দুর্ব্যবহার, অত্যাচারের অভিযোগ। নিম্নমানের খাবার দেওয়ার অভিযোগ তুলে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের কবরডাঙার নেশামুক্তি কেন্দ্র কর্তৃপক্ষের সঙ্গে রীতিমতো মারামারিতে জড়ালেন আবাসিকরা। পুলিশের মধ্যস্থতায় দীর্ঘক্ষণ পর আয়ত্তে আসে পরিস্থিতি।জানা গিয়েছে, কয়েকমাস আগে বিষ্ণুপুরের কবরডাঙা এলাকায় নতুন একটি নেশামুক্তি কেন্দ্র খোলা হয়েছে। যার মালিক রিজু নাগ। প্রায় ১৫ জন আবাসিক রয়েছেন সেখানে। পরিবারের সদস্যরা তাঁদের স্বাভাবিকজীবনে ফেরাতে নেশামুক্তি কেন্দ্রে পাঠিয়েছিলেন। অভিযোগ, সেখানে লাগাতার অত্যাচারের শিকার আবাসিকরা। এমনকী দেওয়া হয় অত্যন্ত নিম্নমানের খাবার। এই অভিযোগকে কেন্দ্র করেই এদিন ধুন্ধুমার নেশামুক্তি কেন্দ্রে। রবিবার দুপুরে আবাসিকরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। নেশামুক্তি কেন্দ্র কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শুরু হয় কথা কাটাকাটি। মুহূর্তে তা তীব্র আকার নেয়। এরপরই হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে দুই পক্ষ। চলে ব্যাপক ভাঙচুর। কার্যত ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় বিশাল পুলিশ বাহিনী। তাঁদের মধ্যস্থতায় পরিস্থিতি আয়ত্তে আসে। তাঁদের উদ্যোগেই বাড়ি পাঠানো হয়েছে আবাসিকদের। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, আবাসিকদের অভিযোগ খতিয়ে দেখা হবে।এই গোটা ঘটনায় প্রশ্ন উঠছে, নেশামুক্তি কেন্দ্রের আদৌ লাইসেন্স রয়েছে কি না। মালিক রিজু বলেন, পুরসভা লাইসেন্স পাওয়ার পরই নেশামুক্তি কেন্দ্রটি খোলা হয়েছে। যদিও কাউন্সিলর বলেন, লাইসেন্স দেওয়া হয়েছিল কি না, তা দেখা প্রয়োজন।

করিমগঞ্জে প্রকাশ্য দিবালোকে মহিলার গলা থেকে ছিনতাই হার

করিমগঞ্জ (অসম), ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলা সদরে একের পর এক ঘটছে ছিনতাই ও চুরির ঘটনা। আজ রবিবার দুপুরের দিকে ফের এক ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে প্রকাশ্য দিবালোকে। ঘটনাটি ঘটেছে করিমগঞ্জ শহরে লঙ্গাই রোড এলাকায়।

জানা গেছে, শহরের বনমালী রোডের বাসিন্দা মহিলা সমিতির সদস্যা জনৈক সঞ্চিতা ভট্টাচার্য অন্য এক সদস্যার সঙ্গে পায়ে হেঁটে শহরের সারদা সংঘ থেকে আজ দুপুরে নিজ বাড়ি ফিরছিলেন। কিন্তু স্থানীয় শিবমন্দিরের পাশে আসামাত্রই এক যুবক পিছন থেকে স্কুটি চেপে এসে তাঁর গলার হার নিয়ে দ্রুত পালিয়ে যায়। তারা দুজনই চোর চোর বলে চিৎকার করে ধাওয়া করলেও তাদের ধরা সম্ভব হয়নি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা।

অন্যদিকে মহিলা সমিতির সদস্যা সঞ্চিতা ভট্টাচার্য সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি করিমগঞ্জের সদর থানায় ছুটে গিয়ে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ নথিভুক্ত করে তদন্তে নামে পুলিশের একটি দল। পুলিশ সংঘটিত ঘটনাস্থলের পাশে জনৈক ব্যক্তির বাড়ির সিসি টিভি ফুটেজ সংরক্ষণ করেছে। ফুটেজে অস্পষ্টভাবে ছিনতাইকাণ্ডের দৃশ্য ধরা পড়ে। তাই স্কুটির নম্বর বা ছিনতাইকারীকে শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি বলে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, করিমগঞ্জ শহরে এ ধরনের ঘটনা নতুন নয়। কয়েকদিন পর পরই করিমগঞ্জের সদর থানার অন্তর্গত বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পাচ্ছে। পুলিশ একটি ঘটনারও কিনারা করতে পারছে না। তাই সদর থানার পুলিশে ভূমিকায় নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

ছাত্রীর পথ আটকে হামলা রামপুরহাটে

রামপুরহাট, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে মাধ্যমিকের এক ছাত্রীর উপর চড়াও হল চার—পাঁচ জন যুবক। ছাত্রী পালানোর চেষ্টা করলে তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে গলায় ও হাতে আঘাত করে। পুলিশ দুষ্কৃতীদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে।রামপুরহাট শহরের প্রান কেন্দ্রে এই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।সন্ধ্যায় মূল অভিযুক্তকে আটক করে পুলিশ।জ্রটনাটি ঘটেছে বীরভূমের রামপুরহাট শহরে প্রান কেন্দ্র স্কুল পাড়ায়। ওই ছাত্রীর বাড়ি রামপুরহাট শহরের ভাঁড়শালা মসজিদ পাড়ায়। বুধবার দুপুরে রামপুরহাট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিকের অ্যাডমিড কার্ড নিয়ে বাড়ি ফিরছিল ওই ছাত্রী। স্কুল থেকে মহকুমা শাসকের বাংলোর গা ঘেঁষে যাওয়া রাস্তা ধরে বাড়ি ফিরছিল ওই ছাত্রী। ঐ রাস্তা টি অত্যন্ত জনবহুল। ঐ রাস্তার পাশেই জিতেন্দ্র লাল গ্রন্থাগার, সমবায় ব্যাঙ্ক, খাদ্য দফতরের অফিস। কাছেই জিতেন্দ্র লাল বিদ্যাভবন। এরকম একটি জনবহুল রাস্তার উপর চার-পাঁচ দুষ্কৃতী ঐ ছাত্রীর রাস্তা আটকায়।মুখে রুমাল বেঁধে ঐ ছাত্রী কে থামতে বলে। ছাত্রীটি ওদের কে দেখে পিছন ঘুরে দৌড়তে থাকে। পালানোর জন্য মরিয়া চেষ্টা করলে ঐ দুস্কৃতিরা পিছন ধাওয়া করে। ধারালো অস্ত্র দিয়ে ছাত্রী টির গলায় ও হাতে আঘাত করে। ছাত্রীটি রক্তাক্ত অবস্থায় প্রান বাঁচাতে চিৎকার শুরু করে। লোকজন জড়ো হতেই দুষ্কৃতীরা বাইক নিয়ে পালিয়ে যায়।ওই ছাত্রী টি জানায়, 'ওদের প্রত্যেকের মুখ রুমাল দিয়ে বাঁধা ছিল। তবে একজন তার পরিচিত মনে হয়েছে। কারণ এর আগেও ওই ছেলেটি একাধিকবার উত্যক্ত করেছে। সেই আরও কয়েকজন কে নিয়ে এসে আমাকে রাস্তায় আটকায়। আমাকে ওরা তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল।'ছাত্রীর মা বলেন, " সিটন শেখ নামে একটি ছেলে মাঝে মধ্যেই মেয়েকে উত্যক্ত করত। মেয়ে বাড়িতে সেকথা জানিয়েছিল। আজ স্কুলে অ্যাডমিড কার্ড আনতে গিয়েছিল। বাড়ি ফেরার পথেই ওরা হামলা চালানো। এর আগেও একদিন গৃহশিক্ষকের কাছ থেকে ফিরছিল। তখন ওকে ঘিরে ধরে বলেছে বিয়ে না করলে মুখে অ্যাসিড ছুঁড়ে দেব। সিটন বলে ওই ছেলেটাই মেয়ের উপর হামলা চালিয়েছে। আমরা চাই সিটনকে গ্রেফতার করে বাকিদের বের করা হোক"। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা মল্লিকা হালদার বলেন, "খুবই ভয়ঙ্কর ঘটনা। আমাদের স্কুলে ছাত্রীদের অনেক চাপ। মাঝে মধ্যে স্কুলের বাইরে কাউকে ঘোরাঘুরি করতে দেখলে পুলিশে খবর দিই। পুলিশ মাঝে মধ্যে টহল দেয়। তবে আমি বলব অভিভাবকরা মেয়েদের নিয়ে যাওয়া আসা করুক"।

বাজেট কর্মসংস্থানমুখী হয়েছে দাবি মমতার

কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : কর্মসংস্থানমুখী বাজেট বলে মনে করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার রাজ্য বিধানসভায় বাজেট প্রস্তাবের পরে মুখ্যমন্ত্রী এমনই বললেন। এদিন বাজেট প্রস্তাব পেশ করার সময় অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, আগামী দিনে বিপুল কর্মসংস্থান হবে। বানতলায় লেদার কমপ্লেক্সে ৩ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। আরও ২ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান হবে। দেউচা পাঁচামিতে ১ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান হবে।১৮ থেকে ৪৫ বছর বয়সীদের আর্থিক ঋণ প্রকল্প চালু করা হচ্ছে। যুব সমাজকে ঋণ দিতে তাতে ৩৫০ কোটি টাকা প্রকল্প চালু হচ্ছে। এদিন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, বাংলায় আইটি শিল্পের জোয়ার এসেছে। নজিরবিহীন বিনিয়োগ এসেছে। ইন্টারনেট অফ থিংস, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সে বিনিয়োগ এসেছে। তিনি এদিন বলেন, আগামী অর্থবর্ষের জন্য সামাজিক দায়বদ্ধতার নিরিখে ১.৮৮ কোটি মহিলাকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের আওতায় এনেছি। তাঁরা ৬০ বছর পরেও ভাতা পাবেন। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে সোজাসুজি বার্ধক্যভাতায় চলে যাবেন। মাসে এক হাজার টাকা করে পেনশন পাবেন। তাছাড়া নারী, শিশু ও সমাজ কল্যাণে ২২ হাজার ২২৫.৬৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

খেলাধুলা

সিনিয়র উইমেন্স জোনাল ক্রিকেটে সেন্ট্রালে হেরে ব্যাকফুটে ইস্ট জোন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। একটা পরাজয় ইস্ট জোনকে অনেকটা পিছিয়ে দিয়েছে। সাউথ জোন, সেন্ট্রাল জোনের সঙ্গে ইস্ট জোনের পয়েন্ট সমসংখ্যক ৮ হলেও রানের গড়ে ইস্ট জোনের অবস্থান এখন চতুর্থ শীর্ষে। এদিকে নর্থ জোন পরপর তিন ম্যাচে জয়ী হয়ে জয়ের হ্যাট্রিক করে তালিকার শীর্ষে উঠে এসেছে। ইস্ট জোনকে আজ প্রথম পরাজয়ের স্বাদ নিতে হয়েছে সেন্ট্রাল জোন থেকে। বিসিসিআই আয়োজিত সিনিয়র উইমেন্স ইন্টার জোনাল এক দিবসীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্টের খেলা হচ্ছে হায়দ্রাবাদে রাজীব গান্ধী ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামে। মেয়ের শুরুতে টসে জিতে ইস্ট জোন প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ পেয়ে সেন্ট্রাল জোন নির্ধারিত ৫০ ওভারে আট উইকেট হারিয়ে ২৩৪ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে মোনা-র ৭৩ রান আরুশীর ৫১ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। ইস্ট জোনের বোলার এ পাতিল ৪৭ রানে তিনটি উইকেট পেয়েছে। এছাড়া, অশ্বিনী, মমতা পাসোয়ান এবং মিতা পাল প্রত্যেকে একটি করে উইকেট পেয়েছে। ত্রিপুরার প্রিয়াঙ্কা আচার্য নয় ওভার বল করে ৪২ রান দিয়েছে তবে কোনও উইকেট দখল করতে পারেনি। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে ইস্ট জোন কিছুটা ব্যাটিং ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। ৪৬.৪ ওভার খেলে ১৭৭ রানে ইনিংস শেষ করে নেয়। দলের পক্ষে ধারা গুজ্জার সর্বাধিক ৩৯ রান পায়। এছাড়া, এ পাতিলের ৩৬ রান ও অশ্বিনীর ৩৪ রান উল্লেখ করার মতো। এছাড়া, সুশ্রী দিবদর্শিনির অপরাজিত ২৭ রান এবং পি বালা ১৭ রান সংগ্রহ করেছে। ত্রিপুরার প্রিয়াঙ্কা আচার্য ১৮ বল খেলে একটি বাউন্ডারি সহযোগে ৮ রান এবং রিজু সাহা ২০ বল খেলে চার রান সংগ্রহ করেছে।

জাতীয় মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্সে ত্রিপুরার পদক জয় অব্যাহত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। ত্রিপুরা দলের পদক বিজয় অব্যাহত রয়েছে। কলকাতায় ৪৩-তম জাতীয় মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্সে দ্বিতীয় দিনেও ত্রিপুরা দলের খেলোয়াড়রা তিনটি পদক জিতে নিয়েছেন। তার মধ্যে দুটি রৌপ্য পদক এবং একটি ব্রোঞ্জ পদক রয়েছে। ৩০ থেকে ৩৫ বছর, পুরুষ বিভাগে লিটন দেববর্মা হাই জাম্প ইভেন্টে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে রৌপ্য পদক পেয়েছেন। একই বয়স গ্রুপে শট পুট ইভেন্টে শম্ভু রায়ও দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে পেয়েছেন রৌপ্য পদক। একই ইভেন্টে ত্রিপুরার বিকাশ দেববর্মা ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছেন। উল্লেখ্য, বেশ ক'টি ইভেন্টের প্রাথমিক বাছাইয়ে যাঁরা নির্বাচিত হয়েছেন, বিশেষ করে ৫০ থেকে ৫৫ বছর পুরুষ বিভাগে ১০০ মিটার দৌড়ে বিপ্লব রায়, ৬৫ থেকে ৭০ বছর গ্রুপে ১০০ মিটার দৌড়ে নির্মলেন্দু ভৌমিক, ৩৫ থেকে ৪০ বছর মহিলা বিভাগে ১০০ মিটার দৌড়ে মমতা নাথ, ৩৫ থেকে ৪০ বছর বিভাগে ৪০০ মিটার দৌড়ে দেবী রানী দাস, ৬০ থেকে ৬৫ বছর গ্রুপে পুরুষ বিভাগে ১০০ মিটার দৌড়ে প্রিয় লাল সাহা চূড়ান্ত পর্বে প্রতিযোগিতার ছাড়পত্র পেয়েছেন। এছাড়া, ৬০ থেকে ৬৫ বছর বয়স বিভাগে পুরুষদের শটপুটে রাজিন্দর কুমার পাঠানিয়া, ৬০ থেকে ৬৫ বছর মহিলা বিভাগে ট্রিপল জাম্প ইভেন্টে কবিতা দাস এবং সবিতা দাস, ৫০ থেকে ৫৫ বছর মহিলা বিভাগে ৪০০ মিটার দৌড়ে গায়ত্রী মজুমদার এবং ৬০ থেকে ৬৫ বছর বিভাগে ৪০০ মিটার দৌড়ে চন্দনা দাস অল্পের জন্য পদক হাতছাড়া করেছেন। উল্লেখ্য পাঁচ দিবসীয় এই জাতীয় মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপের দ্বিতীয় দিনের শেষে ত্রিপুরা দলের খেলোয়াড়রা এ পর্যন্ত দুটি স্বর্ণপদক এবং দুটি রৌপ্য পদক সহ মোট পাঁচটি পদক পেয়েছেন। আগামী দিনেও রাজ্য দলের অ্যাথলেটরা আরও সাফল্য পাবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

কৈলাসহর অনূর্ধ-১৫ ক্রিকেট নিয়ে প্রস্তুতি জোরকদমে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ফেব্রুয়ারি।। কোন শহরে অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের প্রস্তুতি জোর কদমে। ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। কৈলাশহর মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত অনূর্ধ-১৫ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। খেলা হবে আর কে আই মাঠে। আগামী দু-একদিনের মধ্যেই আসরের ক্রীড়াসূচী ঘোষিত হবে। এবছর আসরে অংশ নিচ্ছে ৬টি দল: লার্ণার ক্রিকেট কোচিং সেন্টার, পাইতুর বাজার প্লে সেন্টার, সাচ্যাক প্লে সেন্টার, টিলাবাজার প্লে সেন্টার, অগ্রদূত সঙ্ঘ এবং নবজাগ্রত ক্লাব। জানা গেছে, আসরে সাফল্য পেতে ৬ দলই জোর প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। ময়দানে খবর, শক্তির বিচারে কিছুটা এগিয়ে থেকেই মাঠে নামবে টিলাবাজার প্লে সেন্টার। তবে যেহেতু ছোটদের আসর তাই শুরুতে কোনও দলকেই এগিয়ে রাখা যাচ্ছে না তেমনভাবে।

বিশ্বকাপে ওয়েস্ট ইন্ডিজে বিরুদ্ধে নামার আগে স্বস্তিতে ভারত, দলে ফিরতে পারেন মন্ধানা

কেপ টাউন, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : বুধবার টি-২০ বিশ্বকাপে দ্বিতীয় ম্যাচ খেলতে নামছে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল। প্রথম ম্যাচে পাকিস্তানকে হারানো টিম ইন্ডিয়ার সামনে এবার ওয়েস্ট ইন্ডিজের মেয়েরা। ২৪ ঘণ্টা আগে এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণের সাক্ষী থেকেছে ভারত তথা বিশ্বক্রিকেট। মেয়েদের আইপিএলের প্রথম নিলামের কোটি টাকার অঙ্কে দল পেয়েছেন স্মৃতি মন্ধানা থেকে হরমনপ্রীত কৌর, দীপ্তি শর্মা থেকে রিচা ঘোষেরা। সেটাই দক্ষিণ আফ্রিকায় টি-২০ বিশ্বকাপ খেলতে আসা ভারতীয় মেয়েদের খুশির উচ্ছ্বাসকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। সঙ্গে আত্মবিশ্বাসও।

আঙুলের চোট সারিয়ে সুস্থ দলের সহ অধিনায়ক স্মৃতি মন্ধানা। ২৪ ঘণ্টা আগে আইপিএল নিলামে তাঁকে ৩.৪ কোটি টাকা দিয়ে দলে নিয়েছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচের আগেরদিন যখন বাকিরা ফিল্ডিংয়ে গা ঘামাচ্ছেন তখন নেটে অনেকক্ষণ সময় কাটালেন ভারতীয় বাঁ-হাতি ওপেনার। এমনকি শেফালি ভার্মা, জেমাইমা রডরিগেজদের নেট-প্র্যাকটিসের পরেও একদফা প্যাড পরে ব্যাটিং অস্ত্রে শান দিয়ে রাখতে দেখা গেল মন্ধানাকে। দু'দফায় তাঁর ব্যাটিং মহড়াতেই পরিষ্কার, বিশ্বকাপে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে মাঠে নামতে কতটা মরিয়া তিনি।

উদয়পুরে ক্রিকেট : প্রস্তুতি ম্যাচে এক রানে জয়ী কেবিআই সেন্টার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। উদয়পুরে আসন্ন ক্রিকেট ঘিরে প্রস্তুতি ম্যাচ চলছে। তাতে ১ রানে শ্বাসরুদ্ধকর জয় পেলো কে বি আই কোচিং সেন্টার। পরাজিত করলো ইলাভেন লায়ন্সকে। প্রস্তুতি ম্যাচে। বিফলে গেলো আজারুদ্দিন আহমেদের দুরন্ত ব্যাটিং। ৮৪ রানের ঝড়ো ব্যাটিং করেও দলকে জয় এনে দিতে পারলো না আজারুদ্দিন আহমেদ। জামজুরি মাঠে হয় ম্যাচটি। সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে কে বি আই ২০৮ রান করে। দলের পক্ষে ১০ নম্বরে ব্যাট করতে নেমে সুপ্রতীম দেবনাথ যদি ৩৭ রান না করতো তাহলে দলীয় স্কোর ১৭০ রানের গন্ডি পার হতো না। সুপ্রতীম ৩৫ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৭ রান করে। এছাড়া দলের পক্ষে শায়ন সাহা ২৮ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩২,অরিজিৎ দেবনাথ ৩২ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩২, শানিথ সাহা ৪৩ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ এবং আফতাব চৌধুরি ২৫ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১১ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে সর্বোচ্চ পায় ৫৭ রান। যা দলীয় স্কোরকে দুশতরানের গন্ডি পার করাতে মুখ্য ভূমিকা নেয়। ইলাভেন লায়ন্সের পক্ষে সানু দাস (৩/৪৩) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে সুপ্রতীম দেবনাথের (৩/২২) দুরন্ত বোলিংয়ে ইলাভেন লায়ন্সের ইনিংস গুটিয়ে যায় ১ রান আগে। দলের পক্ষে আজারুদ্দিন আহমেদ ৬৯ বল খেলে ১০ টি বাউন্ডারি ও ৪ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৮৪, কৃষান দাস ৪৭ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৮,সানু দাস ১৪ বল খেলে ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২২, উইকেট রক্ষক করণ দে ১৯ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ এবং দ্বীপরাজ দাস ১৯ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১০ (অপ:) রান করে। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেনি। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ৩৩ রান। কে বি আই সি সি-র পক্ষে সুপ্রতীম ছাড়া দলনায়ক শ্রীমন দেবনাথ (২/৩৩) এবং সম্রাট বিশ্বাস (২/৩৯) সফল বোলার।

শান্তিরবাজারে জোলাইবাড়ি স্কুলে উজ্জ্বল ক্রিকেট প্রতিভা ধোনি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। মনি শংকর, রবি শংকর-রা যে ঘরানা থেকে তৈরি, ঠিক সেই ঘরানা থেকে কদম কদম বেরিয়ে আসছে আরও একটি প্রতিভা। নাম তার ধোনি রিয়াং। এলাকার ক্রিকেট মহল মূলতঃ ভারতীয় দলের কূল ক্যাপ্টেন মহেন্দ্র সিং ধোনির সঙ্গে ওর তুলনা করে থাকে। গত তিন বছর ধরে ক্রিকেট মহলে নজর কেড়ে নিয়েছে। বিশেষ করে স্পটার, নির্বাচকরাও ভবিষ্যতে তার প্রতিভার পরিস্ফুটন ঘটবে বলে রিপোর্ট দিচ্ছেন। জোলাইবাড়ি স্কুলে পাঠরত ধোনি পড়াশোনায়ও ভালো। ধোনি-রিয়াং এর পিতা কৃষি দপ্তরে কর্মরত করঞ্জয় রিয়াং। গত বছরের পরিসংখ্যানে একটু নজর দিলেই সেরা উদীয়মান ক্রিকেটার হিসেবেই প্রতীয়মান হচ্ছে ধোনি। গত মরশুমে ১৮ টি ম্যাচে ১৭টি ইনিংস খেলে ধোনি রিয়াং ৫৫৯ রান সংগ্রহ করেছিল। যার মধ্যে তিনটি শতক রয়েছে। সর্বোচ্চ ১৫৫ রান। তার সংগৃহীত ৫৫৯ রানে ৭৭ টি বাউন্ডারি ও ১৭ টি ওভার বাউন্ডারি রয়েছে। এবার মরশুম শুরুতে প্রথম ম্যাচেই দুর্দান্ত শতক জানান দিয়েছে, এ বছরও ধোনি শান্তিরবাজার মহকুমায় এবং পরে রাজ্য স্তরে দারুন খেলা উপহার দিতে পারবে। বলা বাহুল্য, রাজ্যজুড়ে ক্রীড়া ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধার সঠিক ব্যবহারে এগিয়ে এলে ধোনির মতো বেশ কিছু খেলোয়াড় আগামী দিনে রাজ্য ক্রীড়া ক্ষেত্রে সম্পদ হিসেবে নিজেদের দাঁড় করাতে পারবে বলে অনুমান।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা গান্ধীনগরে গুজরাট বিধানসভায় নবনির্বাচিত সদস্যদের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামের উদ্বোধনের পর সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। ছবি পিবিআই।

জেপি নাড্ডার হাতে প্রকাশিত বিজেপির নির্বাচনী ইস্তাহার “এমপাওয়ারমেন্ট মেঘালয়”, আলোচনার মাধ্যমে সীমা-সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি

শিলং, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ''এমপাওয়ারমেন্ট মেঘালয়'' শীর্ষক বিজেপির নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশ কৰেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগতপ্রকাশ নাড্ডা। আলোচনার মাধ্যমে আন্তঃরাজ্য সীমান্ত সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে ইস্তাহারে।

আজ বুধবার রাজধানী শিলঙে দলের নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশ করে অনুষ্ঠিত সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা বলেন, মেঘালয়ের উন্নয়নে বিজেপি বদ্ধপরিকর। ইস্তাহারে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিগুলি তুলে ধরে নাড্ডা বলেন, অসম এবং মেঘালয়, উভয় সরকার আলোচনার মাধ্যমে চলমান আন্তঃরাজ্য সীমান্ত বিরোধ সমাধানের জন্য যাবতীয় প্রচেষ্টা করবে।

জেপি নাড্ডা বলেন, এই রাজ্যে প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু এগুলোর সদ্ব্যবহার করা হয়নি। ‘শক্তিশালী মেঘালয় গড়তে পারে কেবলমাত্র শক্তিশালী বিজেপিই, ’ বলেন তিনি। ইস্তাহারে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘মেঘালয়ের জনতার মুড বলছে, এবার বিজেপিই সরকার গঠন করবে। আমি কথা দিচ্ছি, বিজেপি ক্ষমতায় আসলে আমরা মেঘালয়ে সপ্তম বেতন কমিশন বাস্তবায়ন করব। প্রবীণ নাগরিকদের পেনশন দ্বিগুণ করব আমরা।’ এছাড়া রাজ্যে দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলাগুলির তদন্ত করতে একটি টাস্কফোর্স গঠনের ঘোষণা করেছেন জেপি নাড্ডা। জগতপ্রকাশ বলেন, বিজেপি সরকার শিক্ষার উপর সর্বোচ্চ জোর দেয়। তাই শিক্ষাক্ষেত্রের উন্নয়নে কাজ করবে বিজেপি সরকার। এছাড়া সরকার যুবকদের দক্ষতা বিকাশের পাশাপাশি রাজ্যে যুবকেন্দ্রিক প্রকল্প চালু করার পরিকল্পনা করেছে। মেঘালয়ে অবৈধ খনন রোধ এবং বৈজ্ঞানিক খনির জন্য টাস্কফোর্স গঠনেরও ঘোষণা করেছেন জেপি নাড্ডা। নির্বাচনী ইস্তাহারে মেঘালয়ে সরকারি চাকরিতে মহিলাদের জন্য প্রায় ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে বলে জানান তিনি। বলেন, মেধাবী ছাত্রদের বিনামূল্যে স্কুটি এবং কিন্ডারগার্টেন থেকে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত মেয়েদের বিনামূল্যে শিক্ষা দেওয়া হবে।

ব্যস্ততায় কাটল মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের কাউন্সেলরের ঢাকা সফর

ঢাকা, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এন্টনী ব্লিনকেনের কাউন্সেলর ডেরেক শোলের নেতৃত্বে সফররত ০৭ (সাত) সদস্যের এক আন্তঃদাপ্তরিক প্রতিনিধি দল বুধবার পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডঃ এ, কে, আব্দুল মোমেন, এম, পি, এবং পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব) রাষ্ট্রদূত মাসুদ বিন মোমেনের সাথে পৃথক বৈঠক করে। প্রতিনিধিদল সকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথেও গণভবনে সাক্ষাৎ করে।গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানিয়ে লিখেছে, বৈঠকসমূহে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। বৈঠকে বিশেষ করে, রোহিঙ্গা পরিস্থিতি এবং ইউক্রেন সংকট প্রাধান্য পায়। কাউন্সেলর শোলে দশ লক্ষাধিক রোহিঙ্গাকে আশ্রয় প্রদানের জন্য বাংলাদেশের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এই গনগোষ্ঠীর জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মানবিক সহায়তা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার আশ্বাস দেন। যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আদালতে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের চলমান বিচারিক প্রক্রিয়ায় সমর্থন এবং সম্ভাব্য সহায়তার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে। বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রকে রোহিঙ্গাদের জন্য অব্যহত মানবিক সহায়তার জন্য ধন্যবাদ জানায় এবং ভাষানচরে তাদের চলমান মানবিক সহায়তা কার্যক্রম সম্প্রসারন করার জন্য অনুরোধ জানায়। বাংলাদেশ রোহিঙ্গা সমস্যার দ্রুত সমাধানে এবং প্রত্যাবাসনে যুক্তরাষ্ট্রের জোর সমর্থন ও সহায়তা কামনা করে।আলোচনায় রাশিয়া-ইউক্রেন সংকটের শান্তিপূর্ণ সমাধান এবং অনতিবিলম্বে যুদ্ধের পরিসমাপ্তির পক্ষে বাংলাদেশ তার জোরালো অবস্থান পূণর্ব্যক্ত করে। পাল্টাপাল্টি বানিজ্য অবরোধের জেরে বিশ্বব্যাপী সৃষ্ট খাদ্য ও জালানী সংকট ও জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির ফলে অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি হচ্ছে উল্লেখ করে এর নিরসনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রর প্রতি আহবান জানিয়েছে।খাদ্য সংকট সমাধানে যুক্তরাষ্ট্র ইতোমধ্যেই কাজ শুরু করেছে বলে শোলে জানান। এছাড়া ইউক্রেন-রাশিয়া সংঘাত নিরসনে গৃহীতব্য আন্তর্জাতিক উদ্যোগে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সমর্থন পাওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করে।

মার্কিন প্রতিনিধিদল র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) এর কার্যক্রমের ইতিবাচক পরিবর্তনের বিষয়ে সাধুবাদ জানায়। এই সঙ্গে স্থায়ী সংস্কারের প্রতি গুরুত্বারোপ করে। র‍্যাবকে একটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও কার্যকরী আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা বলে চিহ্নিত করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান যে, এ সংস্থা ইতোমধ্যে জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জনে সক্ষম হয়েছে। এ সময় তিনি র‍্যাবের দক্ষতা বৃদ্ধিতে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পৃক্ততা ও সহায়তা কামনা করেন।আর্থ-সামাজিক খাতে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রকে নির্ধারিত বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশের উদার বিনিয়োগ নীতির সুযোগ গ্রহণ করার আহবান জানান। এছাড়া বৈঠকে গনমাধ্যমের স্বাধীনতা, জাতীয় নির্বাচন সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়।বৈঠকে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সচিব (পশ্চিম) রাষ্ট্রদূত শাবিবর আহমদ চৌধুরী এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য উর্ধতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস, ইউএসএআইডি প্রশাসকের কাউন্সেলর ক্লিনটন হোয়াইট, মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের প্রিন্সিপাল ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি, দক্ষিণ মধ্য এশিয়া ব্যুরো এলিজাবেথ হর্স এবং অ্যাম্বাসেডর-অ্যাট-লার্জ ফর গ্লোবাল ক্রিমিনাল জাস্টিস বেথ ভ্যান শ্যাক যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন।

মহারাষ্ট্রে তিন দিনের সফরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ

নাগপুর, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : আগামী ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে তিন দিনের সফরে মহারাষ্ট্রে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এই সময় তিনি নাগপুর, পুনে এবং কোলহাপুর শহর পরিদর্শন করবেন।এই সফর সংক্রান্ত সরকারি তথ্য অনুযায়ী, শুক্রবার রাতের ফ্লাইটে নাগপুরে আসবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। নাগপুরে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শুক্রবার রাতে হোটেল রেডিসন ব্লুতে থাকবেন। এরপর শনিবার দীক্ষাভূমি ও রেশমবাগে অবস্থিত স্মৃতি মন্দিরে যাবেন ডাঃ হেডগেওয়ার। একটি বেসরকারি অনুষ্ঠানেও অংশ নেবেন তিনি। এই অনুষ্ঠানের পর শাহ পুনে চলে যাবেন। অমিত শাহ কাসবাপেঠ এবং পিম্পরি-চিঞ্চওয়াড়ের উপনির্বাচন নিয়ে একটি বৈঠক করবেন। একই সময়ে, ১৯ ফেব্রুয়ারি রবিবার তাঁর কোলহাপুর সফরের প্রস্তাব করা হয়েছে। কোলহাপুরে জনসভায় ভাষণ দেবেন তিনি।সূত্র জানায়, ১৯ ফেব্রুয়ারি ছত্রপতি শিবাজি মহারাজের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশ নিতে যাচ্ছেন শাহ।

ধুবড়িতে বাংলাদেশের সহকারী উচ্চায়ুক্ত রুহুল আমিন

ধুবড়ি (অসম), ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : নিম্ন অসমের ধুবড়ি জেলার অন্তর্গত গোলাকগঞ্জের সোনাহাটে আন্তঃর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্র এবং ধুবড়ির ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে জাহাজঘাট পরিদর্শন করেছেন বাংলাদেশের সহকারী হাইকমিশনার (উচ্চায়ুক্ত) রুহল আমিন। সোনাহাট এবং জাহাজঘাটের মাধ্যমে উভয় দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চলছে। প্রতিবেশী দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য এবং স্থলপথকে আরও শক্তিশালী করতে আজ বুধবার বাংলাদেশের সহকারী হাইকমিশনার আজ ধুবড়ি এসেছেন, জানান তিনি।গোলকগঞ্জের সোনাহাটে অবস্থিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্র এবং ধুবড়ির জানান তিনি।গোলকগঞ্জের সোনাহাটে অবস্থিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্র এবং ধুবড়ির জাহাজঘাট পরিদর্শনের পর বাংলাদেশের সহকারী হাইকমিশনার রুহল আমিন জেলাশাসক এবং অসম সরকারের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে এক বৈঠক করেন। ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে চলমান বাণিজ্য সংক্রান্ত নানা বিষয়ে তাঁদের আলোচনা হয়। পরে তিনি ধুবড়িতে গুরি ত্যাগবাহাদুর সাহিবের গুরদ্বারে গিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেছেন।

শেষ হল ভারতের পররাষ্ট্র সচিবের বাংলাদেশ সফর

ঢাকা, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : ভারতের পররাষ্ট্র সচিব বিনয় কোয়াত্রা বুধবার বাংলাদেশে তাঁর দু’দিনের সরকারি সফর শেষ করেছেন।বুধবার রাতে বাংলাদেশের তরফে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, “সফরকালে, পররাষ্ট্র সচিব বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের প্রতি ভারতের অব্যাহত প্রতিশ্রুতি, বাংলাদেশকে ভারতের ‘নেবারহুড ফার্স্ট পলিসি’-র একটি অপরিহার্য অঙ্গ ও ‘অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি’-র মূল অংশীদার হিসেবে তুলে ধরে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বার্তা পৌঁছে দেন। পররাষ্ট্র সচিব মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় এ কে আব্দুল মোমেনের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁকে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পক্ষে শুভেচ্ছা জানান।ফরেন অফিস কনসাল্টেশন চলাকালে পররাষ্ট্র সচিব কোয়াত্রা ও পররাষ্ট্র সচিব রাষ্ট্রদূত মাসুদ বিন মোমেন এই সম্পর্কের সকল দিক নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন। উভয় পক্ষই ভারত সরকারের অর্থায়নে রেয়াতি লাইন অব ক্রেডিট, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, সংযোগ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা এবং মানুষে-মানুষে বন্ধনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে চলমান দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতাকে আরও জোরদার করতে সম্মত হয়েছে।তাঁরা যৌথ স্বার্থের আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ইস্যুতে সহযোগিতা ও পরামর্শ বাড়াতে সম্মত হয়েছেন। এই প্রেক্ষাপটে, ভারতের জি-২০’র প্রেসিডেন্সি চলাকালীন সময়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অতিথি দেশ হিসেবে বাংলাদেশের সক্রিয় অংশগ্রহণের ব্যাপারে ভারত ভীষণভাবে উন্মুখ। উভয় পক্ষই জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য পদের জন্য আসন্ন প্রার্থিতার ব্যাপারে পারস্পরিক সমর্থন প্রদান করতে সম্মত হয়েছে।সাম্প্রতিক বছরগুলোতে, বিশেষ করে গত দশকে, ভারত ও বাংলাদেশ নেতৃস্থানীয় পর্যায়সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উচ্চ সম্পৃক্ততা বজায় রেখেছে। পররাষ্ট্র সচিবের সফর দুই দেশের মধ্যে বহুমুখী অংশীদারিত্বকে আরও জোরদার করতে সাহায্য করেছে, সময়ের সাথে পরীক্ষিত তাদের এই সম্পর্ককে পুনরায় বলবৎ করেছে এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অগ্রগতি ব্যাপকভাবে পর্যালোচনা করার সুযোগ দিয়েছে।“

গত ২৪ ঘণ্টায় সারা বিশ্বে করোনায় আক্রান্ত ১ লাখ ৪ হাজার ৬৪৯ জন

ওয়াশিংটন, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : গত ২৪ ঘণ্টায় সারা বিশ্বে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ১ লাখ ৪ হাজার ৬৪৯ জন। এ নিয়ে ভাইরাসে আক্রান্ত মোট রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৭ কোটি ৭৭ লাখ ৪৩ হাজার ৯৮৩ জনে। পাশাপাশি একই সময়ে মারা গেছেন ৬৮৩ জন। বিশ্বজুড়ে মৃতের সংখ্যা পৌঁছেছে ৬৭ লাখ ৮৩ হাজার ৫৯৫ জনে। এর আগের ২৪ ঘণ্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন ৭৬ হাজার ৩৯৪ জন। আর মৃত্যু হয়েছিল ৩৬৯ জনের। অর্থাৎ করোনায় মৃত্যু-শনাক্ত বেড়েছে। বুধবার সকালে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত, মৃত্যু ও সুস্থতার হিসাব রাখা ওয়েবসাইট ওয়ার্ল্ডোমিটারস এ তথ্য জানিয়েছে।

করোনা সবচেয়ে বেশি শনাক্ত হয়েছে জার্মানিতে। দেশটিতে গত ২৪ ঘণ্টায় ২১ হাজার ৬৩২ জন আক্রান্ত হয়েছেন। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২০ হাজার ৬৬২ জন ব্রাজিলে। আর তৃতীয় সর্বোচ্চ ১২ হাজার ৬৮৪ জন আক্রান্ত হয়েছেন তাইওয়ানে। গত ২৪ ঘণ্টায় সর্বোচ্চ মৃত্যুও হয়েছে জার্মানিতে। এ সময়ের মধ্যে দেশটিতে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ১১২ জন। এদিকে মৃত্যুর দিক থেকে দ্বিতীয়স্থানে রয়েছে জাপান। দেশটিতে গত ২৪ ঘণ্টায় মারা গেছেন ৯৩ জন। আর তৃতীয় সর্বোচ্চ ৮৮ জনের মৃত্যু হয়েছে ব্রাজিলে।

মেঘালয়ে তৃণমূলের ভুয়ো প্রতিশ্রুতি ও “প্রতিহিংসার রাজনীতি”তে বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান মুখ্যমন্ত্রী তথা এনপিপি-সুপ্রিমো কনরাডের

শিলং, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : তৃণমূলের ভুয়ো, সারশূন্য প্রতিশ্রুতি এবং ''প্রতিহিংসার রাজনীতি’’তে বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন ন্যাশনাল পিপলস পার্টি (এনপিপি)-প্রধান তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে সাংমা।আজ বুধবার রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে নির্বাচনী সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের ভুয়ো প্রতিশ্রুতি এবং প্রতিহিংসার রাজনীতি সম্পর্কে মেঘালয়ের মানুষকে সতর্ক করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ-ভিত্তিক এই দলের সরকার, প্রশাসনিক কার্যকলাপ এবং সন্ত্রাসের বিভিন্ন তথ্যও তুলে ধরেছেন এনপিপি-প্রধান কনরাড সাংমা। তিনি জোরের সঙ্গে দাবি করেন, রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-সদস্য এনপিপিতে যোগ দিচ্ছেন। এর একটি মাত্র কারণ, এনপিপি খুব মজবুত অবস্থানে রয়েছে। এনপিপির শাসনে রাজ্যবাসী সন্তুষ্ট। তাই আবারও এনপিপিকে সরকার গঠনে রাজ্যবাসী সহায়তা করবেন, আশা ব্যক্ত করে প্রতিটি সমাবেশে বলছেন মুখ্যমন্ত্রী কনরাড।তিনি বলেন, এনপিপি নেতৃত্বাধীন সরকার কৃষক কল্যাণে যে প্রকল্প চালু করেছে, তা আগামীদিনেও চলবে। এতে রাজ্যের ৪.৫ লক্ষেরও বেশি কৃষকদের সরাসরি উপকৃত করবে।তৃণমূল কংগ্রেসের উই-কার্ড এবং মাই-কার্ড প্রকল্প সম্পর্কে কনরাড সাংমা বলেন, এটা তৃণমূল কংগ্রেসের বিভ্রান্তিকর প্রকল্প। কারণ তারা তহবিলের কোনও কিছু না জেনে এ ধরনের ভুয়ো মিথ্যার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, তা কখনও কার্যকর হওয়ার নয়। তারা বলছে, সরকার গঠন করলে নাকি তহবিল স্থানান্তর করবে, কিন্তু কী করে ? প্রশ্ন তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী।কনরাড বলেন, নিজের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের কী হাল করেছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তা মেঘালয়ের মানুষ খুব ভালো জানেন। নিজের রাজ্যে মানুষ চরম দুর্ভোগের শিকার, সরকারি কর্মচারীদের নিয়মিত বেতন দিতে পারছেন না, লক্ষ লক্ষ যুবক চাকরির সন্ধানে বহিঃরাজ্যে ঘুরছেন, যোগ্য চাকরিপ্রার্থীরা রাস্তায় বসে আন্দোলন করছেন, মানুষ সন্ত্রাসের শিকার হচ্ছেন, এ সব কি মেঘালয়ের মানুষের কাছে গোপন রাখতে পারছেন মুকুল সাংমার (মেঘালয়ে তৃণমূল নেতা) নেত্রী মমতা ?আজ শালঙে অস্থায়ী হেলিপ্যাডে অবতরণ করলে কনরাড সাংমাকে বিশাল জনতা স্বাগত জানিয়ে মিছিল করে সমাবেশস্থলে নিয়ে যান। সেখানে ৪৩ নম্বর মাউশিনরুট আসনে দলীয় প্রার্থী গিগুর মারথঙের পক্ষে সমর্থন চেয়ে বর্তমান বিধায়ককে একজন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নেতা হিসাবে অভিহিত করেছেন। বলেন, বর্তমান বিধায়ক গিগুর মারথং সর্বদা তাঁর নির্বাচনী এলাকার মানুষের পক্ষে কথা বলেন। ৪০ নম্বর বাজেনডোবা নির্বাচনী এলাকার গ্যাবিলে আরেকটি সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে কনরাড জোর দিয়ে বলেন, এবার ও মেঘালয়ে এনপিপি সরকার গঠন করবেন রাজ্যবাসী। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা ও সদস্যরা যেভাবে এনপিপি-তে যোগ দিচ্ছেন তাতে তা ইতিমধ্যে প্রমাণিত হয়ে গেছে।

দক্ষিণ জেলায় ভোট প্রক্রিয়া শান্তিপূর্ণ করার সব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ঃ জেলাশাসক

নিজস্ব প্রতিনিধি বিলোনিয়া, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। আগামীকাল ২০২৩ এর বিধানসভা নির্বাচন সেই নির্বাচন প্রক্রিয়াকে সঠিকভাবে সম্পন্ন করার জন্য জেলা ও আরক্ষা প্রশাসনের রয়েছে তীব্র নজরদারি, বুধবার সকাল সাড়ে দশটায় জেলা শাসকের অফিস কক্ষে জেলা শাসক ও সমাহর্তা সাজু ওয়াহিদ এ এবং জেলার পুলিশ সুপার ডক্টর কুলওন্ত সিং যৌথ ভাবে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে, সেখানে জেলা শাসক এবং জেলা পুলিশ সুপার আলাদা আলাদা ভাবে নির্বাচনী প্রস্তুতির চিত্র তুলে ধরেন উপস্থিত সাংবাদিকদের সামনে, সেখানে পুলিশ সুপার ডক্টর কুলবন্ত সিং বলেন নির্বাচনি প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত দু একটি ছোট খাট ঘটনা ছাড়া তেমন কিছু ঘটেনি, পরিস্থিতি পুরো নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, কোনো রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনা নেই। নির্বাচনকে শান্তি পূর্ণ এবং প্রহশন মুক্ত রাখতে পর্যাপ্ত পরিমানে নিরাপত্তা কর্মী রয়েছে, কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর জোয়ান- সি আর পি এফ,আই টিবিএফ,সি আই এস এফ, রয়েছে টি এস আর ও)বিভিন্ন জায়গায় ফ্ল্যাগ মার্চ করা হয়েছে, সেখানে জেলাশাসক নিজে উপস্থিত ছিলেন, এছাড়াও জায়গায় জায়গায় নাকা পয়েন্ট করা হয়েছে যাতে করে নির্বাচনের কাজে বিঘ্ন ঘটে এমন কোনো অস্ত্র শস্ত্র বিভিন্ন জায়গায় নির্বাচনের কাজে ব্যবহার করা না যায়, অর্থাৎ সব মিলিয়ে নির্বাচনকে জিরো পুল ভায়োলেন্স এর মাধ্যমে করা যায় তার একটা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে জেলা প্রশাসন। অন্যদিকে জেলা শাসক তথা জেলা নিবন্ধন আধিকারিক সাজু ওয়াহিদ এ বলেন গতদিন থেকে ১৪৪ ধারা জারি রয়েছে, আজও চলবে, নাইট মোবাইল বাড়ানো হয়েছে সর্বত্র, কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার খবর নেই , ভোট প্রক্রিয়া শুরু থেকে এখনো পর্যন্ত আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রনে রয়েছে,নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সিকিউরিটি পার্সোনালদের আজ থেকে পুলিং স্টেশন গুলিতে পাঠিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে গিয়েছে। নির্বাচনি সরঞ্জাম দেওয়া শুরু হয়েছে পুলিং পার্সোনালদের মধ্যে, যারা পুলিং মেটেরিয়ালস চেকিং করেছেন, তাঁদের মধ্যে ভোটার পরিচয় পত্র ও বিলি করা হয়েছে, পাশাপাশি পুলিং পার্সোনালদের ডিটেলস রিটার্নিং অফিসারদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে মুখ বন্ধ খামে, ৩৯৮টি পুলিং স্টেশনে সি সি ক্যামেরা বসানো হয়েছে,১৭৬টি পুলিং স্টেশনে লোকমোটর ডিসাবলড হুইল চেয়ারের ব্যবস্থা করা হয়েছে, ইলেকশন গাইড লাইন অনুযায়ী সব ব্যবস্থা করা হয়েছে, সব জায়গায় পরিস্থিতি কন্টোলে রয়েছে, আজ ও এস পির তত্ত্বাবধানে চলবে পেট্রোলিং। ভোটাররা নির্ভয়ে তাঁদের গন তান্ত্রিক ভোটাধিকার প্রয়োগ করুন, কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে দেখলে সাথে সাথে রিটার্নিং অফিসার দের নজরে নেবেন, সেক্টর অফিসাররা রয়েছেন দায়িত্বে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বলা তাদের।

নওশাদের ফের জামিন খারিজ, ৩ দিনের পুলিশ হেফাজত

কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ফের জামিনের আবেদন খারিজ আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীর। হেয়ার স্ট্রিট থানার করা মামলায় তাঁর ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।প্রসঙ্গত, গত ২১ জানুয়ারি ধর্মতলায় পুলিশের সঙ্গে আইএসএফের কর্মী-সমর্থকরা পথ অবরোধ শুরু করলে তাঁদের হটাতে যায় পুলিশ। তখনই পুলিশের সঙ্গে নওশাদ শিবিরের খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় গোটা ধর্মতলা চত্বর। গ্রেফতার করা হয় নওশাদ আরও ১৮ আইএসএফ কর্মী-সমর্থককে। শহর কলকাতার পৃথক তিনটি থানাতে নওশাদের বিরুদ্ধে পৃথক তিনটি মামলা হয়েছিল। তোলা হয়েছিল ব্যাঙ্কশাল আদালতে। ১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তাঁদের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। কয়েকদিন আগে সেই মেয়াদ শেষ হওয়ার পর চলতি মাসের শুরুতে তাঁদের ফের তোলা হয় আদালতে। সেদিনও মেলেনি জামিন। ১৪ দিনের জন্য নওশাদের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। সেই মেয়াদ শেষের পর এদিন ফের তাঁদের আদালতে তোলা হলে খারিজ হয় জামিনের আবেদন।

বিন্ধ্যক্ষেত্রে শিলান্যাস রেওয়া বিমানবন্দরের

রেওয়া(মধ্যপ্রদেশ), ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : মধ্যপ্রদেশের বিন্ধ্য অঞ্চল বুধবার একটি নতুন বিমানবন্দর উপহার পেল। মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান এবং কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া বুধবার বিকেলে রেওয়াতে চোরহাটা বিমানবন্দরে নির্মিত নতুন বিমানবন্দরের ভূমিপূজন করেন।এটির নির্মাণের পরে, ভোপাল, ইন্দোর, জব্বলপুর, গোয়ালিয়র এবং খাজুরাহোর পরে এটি হবে রাজ্যের ষষ্ঠ বিমানবন্দর। এটি নির্মাণে ২৩৯ কোটি ৯৫ লাখ টাকা ব্যয় হবে। অনুষ্ঠানে ৭৪৭ কোটি ৫১ লাখ টাকার ৩২টি কাজের উদ্বোধন ও ভূমি পুজো করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী। এর মধ্যে রয়েছে ১৪৪ কোটি ৯ লাখ টাকা মূল্যের ১৫টি কাজের উদ্বোধন এবং ৬০৩ কোটি ৪২ লাখ টাকা মূল্যের ১৭টি নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর অনুষ্ঠান। এর আগে, মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া রেওয়ায় পৌঁছনোর পর উষ্ণভাবে স্বাগত জানানো হয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সিন্ধিয়া এবং মুখ্যমন্ত্রী চৌহানকে স্বাগত জানিয়েছেন আঞ্চলিক সাংসদ জনার্দন মিশ্র। মুখ্যমন্ত্রী চৌহান এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সিন্ধিয়াও শিল্পীদের সাথে ডান্ডিয়া খেলেন। পরে, মুখ্যমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মঞ্চে পৌঁছানোর সাথে সাথে পুরো অনুষ্ঠানস্থল করতালিতে মুখরিত হয়ে ওঠে। ভক্তিমূলক সঙ্গীত ও বাঘেলী গানের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়।

যৌন নির্যাতনের অভিযোগে নগাঁওয়ের এক গ্রাম পঞ্চায়ত সভাপতি গ্রেফতার

নগাঁও (অসম), ১৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : নগাঁও জেলার বিভিন্ন এলাকায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। প্রায় প্রতিদিন নারী নির্যাতন, ড্রাগস পাচার, চোরাই গরু পাচারের ঘটনাবলি নিত্তনৈমিত্তি ঘটনা। এবার নারী নির্যাতনের সঙ্গে জড়িত অভিযোগে জেলার বটদ্রবা বিধানসভা এলাকার ভোমোরাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়ত সভাপতি গুলজার হুসেন ওরফে রকিবুল হুসেনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

রকিবুল হুসেনের বিরুদ্ধে ধর্ষণ সংক্রান্ত এক অভিযোগ গত ১ ফেব্রুয়ারি বটদ্রব থানায় দাখিল করেছিলেন ভুক্তভোগী জনৈক মহিলা। অভিযোগের ভিত্তিতে বটদ্রবা থানায় রকিবুল হুসেনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু হয়। এই খবর পেয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন অভিযুক্ত। অবশেষে গোপন তথ্যের ভিত্তিতে গতকাল মধ্য রাতে রকিবুল হুসেনকে বটদ্রবা পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।